উৎসর্গ

চিরপ্রীতিভাজন বঙ্গবাসিদিগের হস্তে
এই গ্রন্থ পরম সমাদরে
অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

অস্মদ্দেশীয় মহর্ষি বাল্মীকি এবং সুপ্রসিদ্ধ যুনানী কবি হোমার এতদুভয়েই কবিগুরু বলিয়া পূজনীয়। উভয়েই রামায়ণ এবং ইলিয়ড নামে দুইখানি মহাকাব্য রচনা করিয়া নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অতীতসাক্ষী ইতিহাস ইঁহাদিগের উভয়েরই জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে নির্ব্বাক। বাল্মীকির রামায়ণ ও হোমারের ইলিয়ডের স্থানে স্থানে এরূপ সাদৃশ্য আছে যে, তদ্দ্বারা অনেকে অনুমান করেন, হয় বাল্মীকি না হয় হোমার অন্যতরের পদচারণ করিয়াছেন। কাহার কাহারও মতে মহাকবি হোমার ইলিয়ডের এক মাত্র রচয়িতা নহেন। কেহ কেহ বা বেদব্যাসবিরচিত মহাভারত সম্বন্ধেও এই উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল যুক্তি সংস্থাপন [illegible] কথা বলা হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক নহে। যাহা হউক, এসকল প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধে [illegible] আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। লোকপ্রসিদ্ধি এই, ইলিয়ড ও ওদেস্সি নামক মহাকাব্যদ্বয় মহাকবি হোমারের কলকণ্ঠনিঃসৃত।

বাল্মীকির রামায়ণের মত হোমারের ইলিয়ডও ইতিহাস নহে, পূর্ব্বাপর কল্পিতও নহে। ইতিহাসে ইহাদিগের উৎপত্তি, কল্পনায় ইহাদিগের কান্তিবৃদ্ধি। বাল্মীকি যেমন রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের চরিত্র অবলম্বন করিয়া লঙ্কা, পঞ্চবটী, মেঘনাদ ও হনুমান প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন, হোমারও তেমনই একটী ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্যে কল্পনার খেলা খেলিয়াছেন। রামায়ণ ভিন্ন রঘুবংশের অন্য ইতিহাস নাই; ইলিয়ড ভিন্নও সে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার অন্য চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। কথিত আছে, যুনানী দেশেই ইতিহাসের সৃষ্টি, প্রথম ইতিহাসলেখক হিরোদোতস্ মহাকবি হোমারের কয়েক শতাব্দী পরে জন্ম গ্রহণ করেন।

যে সকল ঘটনা লইয়া মহাকবি হোমারের ইলিয়ড বিরচিত হইয়াছে তাহা এই। —

—ইদানীন্তন এসিয়ামাইনার নামক প্রদেশে পুরাকালে ইলিয়ম নামে এক প্রভূত সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। তথায় প্রায়াম নামে প্রবল প্রতাপান্বিত

চিত্র চিত্রিত হইতে পারে, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াগিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালির ভাগ্যে সে সুখ অধিক দিন সহ্য হইল না; অকালে মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে! বাঙ্গলা কাব্য পুনশ্চ আপন পথ চিনিয়া তাহাতেই প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্গীয় কবিগণ আবার যেন মৃদুল মৃদুল মোহন স্বরে বীণাধ্বনি করিতেছেন। বাঙ্গালির হৃদয় আবেশে নৃত্য করিতেছে। আর গীতি কবিতা ভাল লাগেনা। অবিরত বীণাধ্বনিতে শ্রবণ তৃপ্ত হয় না, দুই এক বার শঙ্খধ্বনি শুনিলে মনে একটুকু সজীবতা জন্মে। মেঘনাদবধের পর এ প্রকৃতির কাব্য বাঙ্গলায় জন্মিল না, বলিতে কি বৃত্রসংহার এবং পলাশির যুদ্ধেও গীতি কবিতারই প্রাধান্য ঘটিয়াছে। হেলেনা কাব্য কোন্ শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য, বঙ্গকবিদিগের মধ্যে আনন্দচন্দ্র কোন্ আসন লাভ করিবেন, তাহা বলিবার সময় হয় নাই; কিন্তু অনেক দিন পরে আমাদের কর্ণে একটী বহুদূর সমানীত শঙ্খধ্বনি প্রবেশ করিল, শ্রবণ পরিতৃপ্ত হইল। অন্যেরও হইবে কি?

সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া পাঠকদিগকে বিরক্ত করিব না। হেলেনা কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আর কয়েকটি কথা বলিয়া উপসংহার করিতেছি।

বৈদেশিক আখ্যায়িকা এই কাব্যের অবলম্বন; কিন্তু গ্রন্থকার ইহাতে ভারতবর্ষীয় নাম এবং স্বদেশীয় ভাব ও উপমাদি বহুল পরিমাণে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। হেলেনার মুখে রাধানাম শুনিয়া অনেকেই যে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না, তাহা আমরা বুঝিতেছি। কবিও তাহা না বুঝিয়াছিলেন এমন নহে, তবে জানিয়া শুনিয়া এ কুকার্য্য কেন করিলেন, একথা যাহারা না বুঝিবে, তাহাদিগকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; তথাপি এই মাত্র বলা যাইতে পারে, কবিবর মিল্টন যেমন এক একটা করিয়া ইহুদী দেশের দেব দেবী সংগ্রহ করিয়াছিলেন হেলেনা কাব্যেও যদি সেইরূপ য়ুনানী দেশের দেব দেবী ও বীরপুরুষগণ স্থান লাভ করিতেন, তবে বাঙ্গালি পাঠক এগ্রন্থ পড়িতেন কিনা সন্দেহ।

যাঁহারা আদ্যোপান্ত না পড়িবেন, তাঁহারা প্রথম দৃষ্টিতে এই গ্রন্থকে

মেঘনাদের অনুকরণ বলিতে পারেন; বস্তুতঃ হেলেনা অনুকরণ নহে। মেঘনাদবধের মূল রামায়ণ ও হেলেনা কাব্যের মূল ইলিয়দ একরূপ গ্রন্থ বলিয়া ঘটনাসাদৃশ্য জন্মিয়াছে। পরন্তু ছন্দঃ ও ভাষা বিষয়ে মাইকেলের নিকট আমাদের কবি যে ঋণী তাহা আমরা অস্বীকার করিব না।

গ্রন্থকারের জীবনী লিখিবার সময় হয় নাই। ইনি একজন বিলক্ষণ মনস্বী এবং প্রতিভাসম্পন্ন লোক। দারিদ্র্যবশতঃ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু অগ্নি কখনও ভস্মাচ্ছাদিত থাকেনা। সহস্র বাধা সত্বেও ইঁহার প্রকৃতি প্রদত্ত গুণনিচয় ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। সম্প্রতি ইনি শিক্ষালাভার্থ ইউরোপে গমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। জনসন যেমন মাতৃপ্রেতকৃত্য নির্ব্বাহের জন্য সপ্তাহমধ্যে রাসেলাস উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ উল্লিখিত বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া এবং দুইখানি উৎকৃষ্ট মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের লেখকতার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াও তিন মাস মধ্যে এই কাব্য লিখিয়াছেন, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এমন কি গ্রন্থ কলেবরের তিন চতুর্থাংশ লিখিত হইলেই মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি গ্রন্থকারের মনোরথ সংসিদ্ধ হইবে।

বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্র ছন্দের বহুল প্রচার নাই বটে, কিন্তু অমিত্রাক্ষরের প্রকৃতি এইক্ষণ বঙ্গীয় পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। সুতরাং মেঘনাদ বধ কাব্যে যেমন কথায় কথায় এমন কি ক্রিয়াপদ প্রভৃতিরও টীকা করিতে হইয়াছে, আমাদিগকে সেরূপ করিতে হয় নাই। আমরা কেবল কচিৎ দুরূহ শব্দের অর্থ লিখিলাম। আর গ্রন্থকার যে সকল বিদেশীয় নামের উল্লেখ করিয়াছেন কি অভিনব কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই ব্যাখ্যা করা গেল ইতি।

ময়মনসিংহ জেলাস্কুল।
১লা বৈশাখ, ১২৯৮।

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।

হেলেনাকাব্য।

প্রথম খণ্ড

প্রথম সর্গ

কি কাজ বাজায়ে আজ সুষুপ্ত ভারতে
বিলুপ্ত ডমরুধ্বনি, আশার ছলনে !
কি গুণে গায়িব হায় ! বীরকীর্ত্তিভরা
সে মহা সুরসঙ্গীত ; গায়িলেন যাহা
—সুরচিত্তসুখকর—বীণাযন্ত্র করে,
হেলেনার অন্ধ কবি দৈববলে বলী ;
সুদূর জলদপথে উঠিত সে ধ্বনি,
অমৃতলহরী সম, অম্বর পূরিয়া ;
আবেশে কাঁপিত বিশ্ব ; নবরসে মাতি,
বরষিতা পুষ্পাসার, সুরকুলাঙ্গনা !
আইস কল্পনা সখি ! প্রিয়ম্বদা তুমি,

২। ডমরুধ্বনি—বীররসপূর্ণ কবিতা।

৬। হেলেনার অন্ধ কবি—কবিগুরু হোমার। কথিত আছে, কবিবর হোমার দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন। তিনি বীণাযন্ত্রযোগে স্বরচিত ইলিয়ড মহাকাব্য কীর্ত্তন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। প্রাচীন গ্রীকেরা তদীয় সঙ্গীত শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দৈবশক্তিসম্পন্ন মনে করিত।

—ভবজন মনোলোভা—ভুলাও মানবে,
পাতিয়া মায়ার হাট নশ্বর জগতে।
এস রমে! রচ আসি হেলায় সুন্দরি,
সুন্দর নন্দনবন এ গৌর ভবনে;
আনন্দে করিব কেলি তব সহবাসে।
কি কুক্ষণে—নাহি জানি কোন্ পাপ ফলে!—
পাপিষ্ঠ পারিস দুষ্ট. হরিলা কৌশলে
হেলেনায়—হেলেনার [illegible]
দুঃসাহস! কার সাধ্য, কে পারে কাড়িয়া
অনন্তকুন্তলমণি [illegible]
ভ্রান্তিমদে নখাঘাত করে যদি কভু
[illegible], ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি
ধায় মক্ষি পাছে তার, হুহুঙ্কার করি।
তেমতি ঘেরিলা আসি বিপুল বিক্রমে,
হেলেনার বীরবৃন্দ, ত্রিদশনগরী!

৭। পারিস—ইলিয়মরাজপুত্র।

৮। হেলেনা স্পার্টাধিপ [illegible]—[illegible]। কথিত আছে, গ্রীকেরা [illegible]। তাহাহইতেই গ্রীকেরা স্বদেশকে হেলাস বলিত। কবি উহাকেই হেলেনা বলিয়াছেন।

১০। অনন্তকুন্তলমণি—বাসুকির মস্তকমণি।

১৫। ত্রিদশ নগরী—ট্রয় নগর, ইলিয়মরাজ্যের রাজধানী। শুনাযায় সংপ্রতি ভূগর্ভে বহুদূর খনন করিয়া ট্রয় নগরের [illegible] প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

কিম্বা যথা দৈত্যদল সুধার লালসে
—দুঃসাহসে—আক্রমিলা অমরবাসনা
ইন্দ্রালয়, বৃন্দবলে বৈজয়ন্তধামে।
প্লাবিতা মেদিনী যথা প্রলয় প্লাবনে,
—প্রতিপলে বিকম্পিত !—তেমতি ছাইল,
অনন্ত সাগর সম শত্রুসৈন্যদলে
ধরাতল ; টলমলে সঘনে কম্পিত
ইলিয়ম, হেলেন্যুর বীরপদভরে !
নাহি পথ, নাহি ঘাট, প্রান্তর কানন,
পর্ব্বত, কন্দর, নদী অদৃশ্য সকলি;
শুভ্র আবরণে ঢাকা !—তুষার সম্পাতে,
হিমানীপ্রদেশ যথা নিশান্তে শিশিরে।
নীরব নিসর্গধাম, স্তব্ধ সমীরণ ;
বিহঙ্গ পতঙ্গ রঙ্গে নাহি করে ক্রীড়া
সধূলি অম্বর মাঝে ; থাকিয়া থাকিয়া
ঝলসে বিদ্যুৎঝলা অস্ত্রের ঝলকে !
হায় রে ! এ হেন শোভা কে পারে বর্ণিতে—
কে পারে বুঝিতে ?—যার মানসসরসী
নহে পূর্ণ বীররসে ! নীলকণ্ঠ বিনা,

৩। বৃন্দবলে—বৃন্দ পরিমিত সৈন্যসহ।
৮। ইলিয়ম—ইদানীন্তন এসিয়ামাইনরের অন্তর্গত প্রাচীন রাজ্য।
১৬। অস্ত্রের ঝলকে—অস্ত্রের ঝকমকিতে। ১৯। নীলকণ্ঠ—ময়ূর।

কে নাচে উল্লাসে, শুনি কাদম্বের ধ্বনি ?
রত্নসিংহাসনপরে আসীন নীরবে,
ইলিয়মঅধীশ্বর প্রায়াম ভূপতি,—
আরক্ত অরুণরঙ্গে প্রভাকর যথা
প্রভাময় ! চারি ভিতে ধক্ ধক্ জ্বলে,
গ্রহ উপগ্রহ রূপে পাত্র মিত্র শত !
দৌবারিক সারি সারি—দিক্‌পাল যথা—
দণ্ডধর ; উচ্চ গণ্ডে শুভ্র শ্মশ্রুরাজি
সুবিশাল বক্ষবাহী, রাজিছে যেমতি
ধূমকেতুপুচ্ছ, ভঙ্গি ভীমদরশন !
ঢুলায় চামর ধীরে শতেক কিঙ্করী,
দোলাইয়া রত্নহার চারু কণ্ঠতলে
আভাময় ; সভাজন শোভে চারিভিতে ;—
প্রফুল্ল উদ্যানমাঝে তরু কোলে কোলে,
খেলে যথা সোহাগিনী মাধবী মালতী,
প্রথম-বয়স-শোভা হরষে বিস্তারি !
ছত্র সহ ছত্রধর শোভে সভাতলে ;—
নবজলধরতলে বালার্ক যেমতি,
উদয় অচল শিরে—সৌর দীপ্তি মাখা।
দক্ষিণে দণ্ডায়মান যমদণ্ড করে,
দণ্ডধর, ধক্ ধক্ নয়নে জ্বলিছে
উত্তপ্ত অনল শিখা ! আসীন সম্মুখে

মন্ত্রীবর লম্বোদর, প্রশস্ত ললাট,
স্থিরদৃষ্টি !—সৃষ্টিরিষ্টি সংহার মানসে,
হর যথা ধ্যানমুগ্ধ, কৈলাসকন্দরে।
নীরব সে সুরসভা ; বহিছে নিশ্বাস
কেবল প্রবলবেগে—শ্বাসায় যেমতি
গভীর নীলাম্বুরাশি ঝটিকার শেষে।
অদূরে দাঁড়ায়ে, যোড়করে গুপ্তচর,
—লঙ্কেশের সভামাঝে ভগ্নচর যথা—
দূরদর্শী, সুচতুর স্বরূপলক্ষণে !
হেলেনার বীরদর্প শুনিয়া কাঁপিছে,
ঘৃণা লজ্জা অভিমানে প্রায়াম ভূপতি,
ইলিয়ম-বীরবৃন্দ ;—কাঁপিলা যেমতি,
রক্তনেত্রে বৃত্রাসুর সুরসভাতলে,
অমর বিক্রমে !—ক্রোধে বহে স্বেদধারা !
উপনীত সভাতলে মুহূর্ত্তেক পরে,
হেলেনার রাজদূত;—কুরুসভাতলে
ধৌম্য যথা সৌম্যকান্তি,—বীর্য্যভাতি মুখে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম দূত করিলা আসিয়া
সভাতলে ; 'শুভং শুভং' ধ্বনিলা উচ্চৈঃ
সুস্বরে ঋত্বিক্‌বর্গ ; বাজিল সুস্বরে
মধুর মঙ্গলবাদ্য ; গায়িল গায়কী

১৯। শুভং শুভং—কবিতায় এরূপ পদের ব্যবহার দূষণীয় নহে।

কলস্বরে; খল খল হাসিলা ললনা !
　　ক্ষণেক নীরবে থাকি, দুবাহু তুলিয়া,
বিস্ফারি নয়ন যুগ, কহিতে লাগিলা
দূতশ্রেষ্ঠ—“ নাহি জানি কোন্ পাপফলে,
—বিধাতার কোন্ চক্রে—উপনীত আজি
হেলেনা অরাতিবেশে এ অমরপুরে !
কে চাহে দেখিতে —হায় ! কে পারে দেখিতে,—
তমোময় ঘনঘটা, নির্ম্মল আকাশে ?
সুরম্য কুসুমশোভা কে পারে দলিতে
অকাতরে পদতলে, শ্বাপদ বিহনে ?
পুণ্যভূমি ইলিয়ম —পুণ্যভূমি যথা
হেলেনা !—সুকৃতিময় বীর্য্যযশখনি,
ধরাতলে অতুলনা ; কোন্ গ্রহদোষে,
না জানি মজিলা দোঁহে এ দারুণ দ্রোহে !
　　“ কি কহিব হে রাজন্, শূরেন্দ্র আপনি
বীরেন্দ্রপঙ্কজশ্রেষ্ঠ, নহে অবিদিত
বীর ধর্ম্ম ; তেজ বীর্য্য প্রবাহিত যার
হৃদয়কন্দরতলে, কেমনে সে সহে
অপমান ? ধিক্ ধিক্ ধিক্ বলি তারে,
নিস্পন্দ নিশ্চল যেই পরপদাঘাতে !
নহে ক্রুদ্ধ মৃগরাজ পাষাণ চাপনে,
স্থিরচিত্ত ; কিন্তু হেরি শার্দ্দূল-ভ্রূকুটি,

ধরাধরদেহ রোষে নখরে বিদারে !
প্রশান্ত, ক্ষুধিত ফণী শিশিরসম্পাতে,
উগারে অনলশিখা, পুচ্ছপরশনে।
কি বলিব হে রাজন্, নহে অবিদিত,
কোন্ দুঃখে দুঃখী এত হেলেনার হিয়া ;
কেন এ দারুণ ক্রোধ ত্রিদশ উপরে।”
ধ্বনিলা ত্রিদশাধিপ, “যোগ্য পুত্র তুমি
হেলেনার ; বীরধর্ম্ম, বীরত্ববাখান
বীরচিত্তসুখকর ; আশীষি তোমারে !
কহ দূত আকাতরে, কোন্ প্রয়োজনে,
হেলেনার অধীশ্বর পাঠাইলা তোমা
ত্রিদশের সভামাঝে ; কহ কি কারণে,
কোন্ মন্ত্রণার তরে, কিম্বা অসময়ে
কোন্ অনুগ্রহআশে ? জান সবিশেষ
ত্রিদশ কুণ্ঠিত নহে কৃপা বিতরণে !”
“অনুগ্রহ আশে ?” গর্জ্জিলা অমনি দূত
প্রমত্ত শার্দ্দুল সম—“অনুগ্রহ আশে ?
মহারাজ ! ক্ষম দাসে ; কি কহিব আমি,
হা ধিক্ ! বীরেন্দ্র তুমি, কে শুনেছে কবে,
বীরধাত্রী হেলেনার পবিত্র উরসে
হেন কাপুরুষ আছে ? যাচিবে সে আসি
অরাতির পদছায়া ? দেখেছে কে কবে,

ফণীন্দ্র লুকায় ভয়ে ভেকের বিবরে ?
পতঙ্গের পক্ষতলে পশে কিহে কভু
শশাঙ্ক, শঙ্কিত যবে প্রলয়শঙ্কটে ?
  "হে নরেন্দ্র ! পাঠাইলা হেলেনারপতি,
ত্রিদশের সভাতলে কহিতে এ কথা
বজ্রনাদে, কাঁপাইয়া ইলিয়ম ভূমি ;—
'পামর প্রায়ামসুত দিয়াছে যে কালী,
অমরবাঞ্ছিত মম সুপবিত্র কুলে,
অসহ্য ! স্মরিতে হিয়া ফাটে রে বিষাদে
শত খণ্ডে ! ক্ষিতিময় এ ঘোর অখ্যাতি
অসুরের পদচিহ্ন ধরে কি উরসে
দেবেন্দ্র ? কহিও দূত, কিন্তু চিরদিন
—ঘাতকে করুণা আর অনুগতে ক্ষমা—
এ বিপুল কুলরীতি লঙ্ঘিবনা আমি।
ক্ষমিব সে ইলিয়মে, রাখিব পরাণে
পাপিষ্ঠ প্রায়ামবংশে, আজ্ঞা মন্ত্র যদি,
পাষণ্ড পুত্রের মুণ্ড প্রায়াম ভূপতি,
পাদ্যঅর্ঘ্যপুষ্প সহ, পাঠায় আমারে ;
হেলেনার আজ্ঞাবহ রহে চিরদিন।
নতুবা প্রতিজ্ঞা মম'—এতেক কহিতে

৩। প্রলয় শঙ্কটে—প্রলয় রূপ বিপদে।
৭। প্রায়ামসুত পারিস হেলেনাকে হরণকরিয়া যে কলঙ্ক দিয়াছে।

বহিল প্রলয় ঝড় —ঘোর হুহুঙ্কার
জলদনির্ঘোষ ; ক্রোধাগ্নি বিদ্যুৎবহ্নি,
নিশ্বাস প্রবল বায়ু ; দশন ঘর্ষণ
করকার কড়মড়ি—বীরেন্দ্রসমাজে !
"নড়ু্যা প্রতিজ্ঞা মম" আবার ধ্বনিলা
দূত শ্রেষ্ঠ—" মনোগ্লানি ঘুচাব সকলি
ত্রিদশের রক্তস্রোতে ; ডুবাব সদলে
ইলিয়ম, উজানির তরঙ্গসলিলে।"
শুনিয়া কালাম্বুধ্বনি সুদূর অম্বরে,
অভিমানে কাঁপে যথা মৃগেন্দ্র কাননে,
তেমতি কাঁপিতেছিলা সভাতলে বসি
হিরণ্যাক, বীরশ্রেষ্ঠ ত্রিদশের রবি !
শক্রর শাণিত বাক্যে দাঁড়াইলা বলী ;
উত্তপ্ত পাবকরাশি ধক্ ধক্ জ্বলে
নয়ন কপোলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ যেন
উন্মত্ত, অধীর ক্রোধে সতীর সন্তাপে !
নীরবিল সুরসভা ; স্তম্ভিত যেমতি
চরাচর গ্রহ তারা, কক্ষচ্যুত যবে
ত্বিষাম্পতি। বীরবাহু কহিলা গর্জ্জিয়া—

৮। উজানির তরঙ্গসলিলে—আর্কিপিলেগো বা ইজিয়ান্সাগরের তরঙ্গময় জলে।
১২। হিরণ্যক—ইলিয়ম রাজপুত্র মহাবীর Hector.
১৯। ত্বিষাম্পতি—সূর্য্য।

" রে দূত ! অবধ্য তুমি, নতুবা কি আজি
না হতো ত্রিদশসভা ধৌত রক্তস্রোতে ?
ধিক্ সে হেলেনাধিপে ! শত ধিক্ সেই
কাপুরুষে ! কোন্ ধর্ম্ম, কোন্ যুক্তি কিম্বা
কোন্ জ্ঞানে এ মন্ত্রণা করিলা দুর্ম্মতি !
কে শিখায় ? কি কহিব, নাহি কি সে পুরে
সভাসদ ? যদি থাকে ধিক্ সে সকলে !
লুকাইলে ভুজঙ্গম কুসুমকাননে,
কে ছিঁড়ে কাননশোভা কুসুম রতনে ?
'পাপিষ্ঠ পারিস দুষ্ট দিয়েছে যে কালী
অসহ্য !' আমিও বলি, অসহ্য সে ব্যথা
রাজঅঙ্গে ! কিন্তু হায় ! নির্ব্বোধ হেলেনা
কিহেতু মজিলা আসি এঘোর সংগ্রামে !
লক্ষ লক্ষ সহোদর, রাজ্য শত শত
উপেক্ষি ; অমরাবতী, ইন্দ্রাণী সুন্দরী
ঠেলিপদে ; কুলমান ধর্ম্ম রক্ষা হেতু ।
যে দোষী তাহার দণ্ড কেন না ইচ্ছিলা
হেলেনার বীরবৃন্দ ? স্বহস্তে তখনি
কাটিতাম মুণ্ড তার ! কুণ্ঠিত কি কভু
ফণীন্দ্র ত্যজিতে স্বীয় রুগ্ন আচ্ছাদনে ?
" নাহি জানি, কি সাহসে হেলেনার পতি
এ দুর্ম্মতি পরবশ ; মৃগেন্দ্রবিবরে

—কিলভ্ভা!—পিপীলি আসি পশিলা বিক্রমে!
ত্রিদশের বীরবৃন্দ, কটাক্ষে দলিবে
হেলেনার হীনগর্ব্ব; খেদাইবে দূরে
গ্রীক ফেরুপালসম যোদ্ধার সমাজে!
হেলেনার রাজপুরি মিশিবে নিমেষে
ধূলিসহ; ছত্র, দণ্ড, রাজসিংহাসন
দলিবে চরণতলে; বাঁধিবে নিগড়ে
পামর হেলেনাধিপে; বধিবে সমূলে
হেলেনার বীরকুলে। হা ধিক্! কি কব,
ধিক্ হেন বীর নামে! সত্য সত্য যদি
বীরপ্রসবিনী গ্রীশ; শোভে কি তাহারে
এ হেন, বর্ব্বরখেলা বীরদর্পছলে।"

এত কহি মহাবাহু, চাহি সভাতলে
—উগারে আগ্নেয়গিরি অগ্নিরাশি যথা
ঘোর হুহুঙ্কার রবে!—কহিলা গর্জ্জিয়া,
"শুভক্ষণে জন্মি মোরা ত্রিদশভবনে
—বীরত্বের রঙ্গভূমি—সমকক্ষ কেবা,
যক্ষ, রক্ষ, সুরাসুর এতিন ভুবনে!
কুলমান রক্ষাহেতু বিমুখ সংগ্রামে
কে আছে এ সভাতলে?" মহা কেলালাহলে,
জলধি কল্লোল সম উঠিল অমনি

৪। ফেরুপালসম যোদ্ধার সমাজে—শৃগাল সদৃশ যোদ্ধাদিগকে।

"ধিক্ ধিক্ !" ঘোর রোল বীরেন্দ্রসমাজে।
  ক্ষণেক নীরবে থাকি, আবার কহিলা
মহারোষে মহাবাহু, গভীর নির্ঘোষে—
"যাও দূত, কহগিয়া হেলেনাঈশ্বরে,
শোণিতপ্রবাহ যদি বহে এ শরীরে
সপ্তাহ, প্রতিজ্ঞা মম, জনশূন্য করি
হেলেনায় ডুবাইব রুধির সাগরে !
  নীরবিলা মহাবলী, বসিলা আসনে,
ধন্য ধন্য বাখানিলা পাত্র মিত্র যত ;
বাজিল মঙ্গলবাদ্য ঘনঘটারোলে—
শঙ্খ করতাল ভেরী ; গাইল গায়কী ;
ত্রিদশের জয়ধ্বনি উঠিল গগনে !
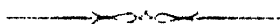
দ্বিতীয়সর্গ।

—※—

প্রমোদ উদ্যানমাঝে পুষ্পগৃহতলে,
দাঁড়ায়ে মলিনবেশে হেলেনা সুন্দরী,—
জগতের রূপরাশি !— বিকশিত যথা,
বিকচ কমলকলি মানসসরসে !
ফুটিয়াছে ফুলকুল ; গুণ গুণ রবে,
গাইছে মুগ্ধবশে, ফুলসহচরী
মধুকরী ; চিরমধু বিরাজিত তথা।
মন্দ বহে মন্দগতি, সুরভিসম্ভারে
পূরিয়া অম্বর ধরা। একাকিনী ধনী—
মানিনী ফণিনী যথা !—কাঁদেন নীরবে।
বিমুক্ত কবরী, কটি ; কুঞ্চিত বিষাদে
সে রুচির মুখচ্ছবি ! হায়রে, যেমতি
বিন্ধ্যাচলে মহামায়া ; পঞ্চবটীবনে
জনম দুঃখিনী সীতা ; ইন্দ্রাণী সুন্দরী
নৈমিষ কাননে কিম্বা একাকিনী যথা,
অসুরের অত্যাচারে ইন্দ্রালয় ছাড়ি !
প্রদোষগগনে বিধু— বিমল বিভায়
সুরঞ্জিত !—হাসিছেন রোহিণীসোহাগে।

৭। চিরমধু—চিরবসন্ত। ৮। মন্দগতি—বায়ু।

ক্ষণ পরে বিষাদিনী, চাহি তাঁরপানে
কহিলা করুণস্বরে, ভাসি অশ্রুজলে---
"নিশানাথ ! কোন্ সুখে এ হাসি তোমার
ও চারুবদন ভরা ? কলঙ্কী তুমিও,
কলঙ্কিনী আমি যথা কপালের দোষে !
কে পারে বাঁধিতে মন ; কে পারে রোধিতে
প্রমত্ত কুঞ্জরগতি কমলকাননে ?
বাসনার তৃপ্তিহেতু কে নহে অধীর
সুরাসুর এ জগতে ? মনোভব শরে
নরদেব সম বিদ্ধ ! হায়রে কে কবে,
তবে কেন নরভাগ্যে শুধু এ গঞ্জনা ?"
ধীরে ধীরে ঊষা যথা নিশান্তে শরতে,
কুসুমবসন পরি আসেন জগতে ;
তেমতি আইলা তথা মুহূর্ত্তেক পরে,
ইলিয়মরাজবালা ইন্দিরা সুন্দরী,—
উজলিয়া বনস্থলী রূপের প্রভায়
প্রভাবতী !—কহিলেন সখীরে সম্ভাষি ;—
"মলিন মোহনমূর্ত্তি কেন লো স্বজনি,
আজি তোর ? কোন্ দুঃখে ও বিধু বদন
বিষাদকালিমামাখা, কহ তা আমারে ?
শুভক্ষণে তোর মুখ দেখাইলা বিধি,
সুবদনি, ভালবাসি সহোদরাসম

তেঁই তোরে; তোর দুঃখে কাঁদেলো বিষাদে
এ পরাণ দিবা নিশি; বল তা স্বজনি,
কোন্ মনোদুঃখে আজি দুঃখী এত তুমি?
　দূর কুঞ্জবনে যেন বাজিল বাঁশরি
মৃদু সুমধুর রবে, উত্তরিলা বালা—
"কি কহিব হায় সখি, কলঙ্কিনী আমি
ধরাতলে! নাহি জানি কোন্ পাপফলে,
বিধাতা রমণীকুলে সৃজিলা আমারে
কামিনীকলঙ্করূপে! জান না কি তুমি
কেন এ সমরানল জ্বলিয়াছে দেশে?—
ঘোর হাহাকারময় ত্রিদশ নগরী!
কেমনে এ পোড়ামুখ দেখাইব লোকে?
কি কবে? কেমনে সহি এ ঘোর গঞ্জনা
হায় সখি!" এত কহি বসিলা ভূতলে
অধোমুখে বিধুমুখী সখীকর ধরি,
দর দর বারিধারা বহিল নয়নে!
　সখীশোকে অশ্রুজলে ভাসিল অমনি
ইন্দুমুখী ইন্দিরার ইন্দীবর আঁখি!
"কেঁদোনা কেঁদোনা" বলি ধরিলা সখীরে
ইন্দিরা, মধুরবোলে কহিতে লাগিলা;—
"বিধির নির্ব্বন্ধ সখি, কে পারে লঙ্ঘিতে?
বৃথা এই অনুযোগ! ঘটিবে যা থাকে

ত্রিদশের ভাগ্যে ! বিধি নিদয় যদ্যপি,
কে পারে রক্ষিতে তারে এ দুরন্ত রণে ?
বড় সাধ বহুদিন তোর মুখে শুনি,
কেমনে হরিলা তোরে সহোদর মম ;
কেমনে আইলি তুই হেন দূর দেশে
তাঁর সহ, কোন্ মন্ত্রে ভুলিলি স্বজনি ?
বসন্তের অন্তে যথা বসন্তের সখী
পিকবধূ, মৃদুমৃদু অর্দ্ধস্ফুট স্বরে
কুহরে কাননকোণে, তেমতি সুস্বরে
শোকভরে আরম্ভিলা হেলেনা সুন্দরী,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি—"হায় লো ভগিনি !
কি শুধাও ? কি কহিব, বুঝিবে সে কেবা
এ পোড়া মরমব্যথা ? ভাগ্যফলে বিধি
মিলাইলা তোমা হেন গুণের প্রতিমা
এ দুঃখ সময়ে মোর ; তোর মুখ হেরি -
শুনি ও মুখের কথা—জুড়ায় পরাণি ;
ভুলি ভূত ভবিষ্যৎ ; আপনা পাসরি !"
স্মরিতে সে পূর্ব্বকথা পাষাণের হিয়া
শতধা বিদরে মোর ! কিন্তু লো স্বজনি,
তোর এ বাসনা আজি পূরাইব আমি ;
শোন্ তবে শোন্ সখি সে দুঃখ কাহিনী—
"নিবিড় নিকুঞ্জবনে রসালশেখরে

শিখী যথা!—রহিতাম মনসুখে মোরা
হেলেনার রাজপুরে। দেখিতাম সুখে
নিত্য নব নব শোভা প্রকৃতির পটে।—
খেলিত কাদম্বকুল ভূধরশেখরে
নানা রঙ্গে শতখেলা; ভাস্কর কিরণে
শত শত ইন্দ্রধনু শোভিত তুয়ারে;
গায়িত সুতানে শ্যামা, ভৃঙ্গরাজপ্রিয়া,
মধুর পঞ্চমস্বরে, উদ্যানমাঝারে।
দেখিতাম মনোরঙ্গে রাজহংসকেলি
বিমল সরসীজলে; যাইতাম সখি,
কভুবা কন্দরতলে; ফুলসাজে সাজি
বসিতাম ফুলবনে, গায়িতাম গীত
মনের উল্লাসে বনবিহঙ্গিনী সহ!
স্বভাবের প্রিয়ভূমি হেলেনা সুন্দরী;
স্বভাবের ফুলবনে ভ্রমিতাম আমি
বনকুরঙ্গিনীরূপে; তোষে না আমারে
এ বিপুল রাজভোগ, রত্নময় পুরি
দুঃখের পিঞ্জর সখি, আমার নয়নে!
ইলিয়মরাজপুরে রাজলক্ষ্মী রূপে,
রয়েছি আদরে কত, শত শত দাসী
সচীর সোহাগ নিত্য যোগায় আমারে!
কিন্তু সখি, মনাগুন কে নিবারে বল?

"নিশার স্বপন সম সে পূর্ব্বকাহিনী,
স্মরিতে বিদরে হিয়া ! কভুবা আনন্দে
অলিন্দে বসিয়া সখি, দেখিয়াছি সুখে
অনন্ত সাগরলীলা দিবাঅবসানে ।
দেখিয়াছি—নাচিয়াছে সহস্র পতাকা,
থাকে থাকে উজানির তরঙ্গসলিলে ;
হরিৎ লোহিত শুভ্র অভ্রমালা যেন
নীলাকাশে খেলে মৃদু সন্ধ্যাসমীরণে ।
বহিত প্রবল বায়ু, নাচিত জলধি
কতরঙ্গে ! ঘন ঘন উর্ম্মির [illegible],
গাইতাম মনোরঙ্গে সাগরপুলিনে
বর্ণিতে অক্ষমা [illegible]
নিয়ত বাসনা-পথে চলেছিরে সখি,
কেমনে বাঁধিব মন ?—শিখি নাই কভু !
ত্যজিয়া কানন যবে ধায় নির্ঝরিণী
সতত অস্থিরগতি, নাহি পায় যদি
বাধা মাত্র, শেষে কেহ পারে কি রোধিতে
তার সেই স্রোতোবেগ ? তেমতি রে আমি
ভাগ্য দোষে কলঙ্কিনী, এ ঘোর গঞ্জনা !
"কেমনে হরিল মোরে সহোদর তব ;
কোন্ মন্ত্রে পাপিয়সী ভুলিনু স্বজনি,
কেমনে কহিব বল ? দুরন্ত নিদাঘে

মৃগী যথা ধায় সখি, পিয়াসকাতরা
প্রান্তরে মরীচিভ্রমে ; তেমতি রে আমি
সঁপিলাম কুলমান কলঙ্কসলিলে !
নিত্য নিত্য যাইতাম রাজসভাতলে ;
নিত্য নিত্য শুনিতাম সভাজনমুখে
মধুর প্রসঙ্গ কত, মনঃ কুতূহলে !
কনকআসনতলে বসিত ঘেরিয়া
শত শত নরপতি রতনে শোভিত—
বৃন্দারক দল যথা নন্দনকাননে !
গায়িত মঙ্গলগীত বন্দী শত শত,
নাচিত নর্ত্তকীবৃন্দ, বাজিত সুতানে
সপ্তস্বরা, বাহুলীন, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
শুনিতাম একমনে ; দেখিতাম কভু
মল্লযুদ্ধ, গজ যুদ্ধ, রঙ্গভূমিতলে !
" কি কুক্ষণে এক দিন পোহাইল রাতি !
গিয়েছিনু সভাতলে, নিত্য যাই যথা
অভাগিনী ; দেখিলাম পাপচক্ষে সখি,
ভূতলে অতুল শোভা !—শশাঙ্কসমাজে
আরক্ত নূতন ভানু—সহোদর তব !
আর না ফিরিল আঁখি, ভুলিনু সে রূপে ;
বিবশ হইল দেহ, মিলিল যখন

চারি চক্ষু, হা কি লজ্জা! আজিও স্মরিতে
হিয়া করে দুরু দুরু! পাসরিনু সখি
লাজ ভয়, ধর্ম্ম কর্ম্ম! মীন যথা গিলে
না জানি বরিশমাংস; ঠেকিনু তেমতি
এ পোড়া বিষম ফাঁদে আমি অভাগিনী!

"সুখদ বসন্তঅন্তে নিশান্তে স্বজনি,
নব অনুরাগে মাতি নবীনা ময়ূরী
ধায় লো কন্দরতলে, নিরখিতে যথা
নবজলধরশোভা; তেমতি রে আমি,
নিত্য যাইতাম সেই রাজসভাতলে:
বাড়িত নয়নতৃষ্ণা, হেরিতাম যত
ঐ রূপ, হায়! যথা শ্যামসুধাকরে
নহে তিরপিত হেরি তেমতি লো সখি!
গগনে বাড়িত বেলা; যাইত নিবাসে
সভাসদ একে একে; গায়কী, নর্ত্তকী,
ছত্রধর, দণ্ডধর, ঋত্বিকমণ্ডলী;
ভাঙ্গিলে সে সুরসভা, শূন্য সভাতলে
রহিতাম একাকিনী; ভ্রমরী যেমতি
প্রদোষে প্রসূনবনে দিবসআমোদে
সংজ্ঞাহীনা! হায় সখি মুগ্ধ মনোভাবে!

"সাগরসঙ্গম আশে প্রবাহিনী যবে
ধায় উন্মাদিনী সম, গলিত সোহাগে,

শুনি দূর বনে সেই কল কল ধ্বনি,
উথলে সাগরবক্ষ ; এ ভবমণ্ডলে
যে যাহারে ভাল বাসে, তার তরে সখি,
কাঁদেলো পরাণ তার ! ক্ষণ কাল পরে
বিধির বিধান এই বুঝিনু স্বজনি !
সখিরে, মরমে মরা আমি যার তরে,
বুঝিলাম জ্বলিয়াছে তাহারো হৃদয়ে
প্রবল অনলশিখা ; প্রতি পলে পলে
মলিন মোহন রূপ বিরহবিষাদে
দেখিতাম, রহিতাম উভয়ে স্বজনি,—
চকোর চকোরী যথা মিলন লালসে
নিশিশেষে—কত ক্লেশে সময় সম্বরি !
কাঁদিতাম কত সখি নিন্দি বিধাতারে,
প্রাক্তনে ! কেন লো বিধি সৃজিলা আমারে
রাজসোহাগিনী রূপে ? কি হেতু বাঁধিলা,
কণকপিঞ্জর মাঝে রতনশৃঙ্খলে
পতঙ্গে ? কি রঙ্গে সখি, কাননবল্লরী
হরষে দোলায়ে অঙ্গ খেলে নানা খেলা
সুমন্দ মারুত সহ ; উদ্যানসুন্দরী
লতিকায় বাঁধে মালী সুদৃঢ় বন্ধনে !
হইতাম যদি কাননবাসিনী আমি,

১৪। প্রাক্তনে—অদৃষ্টকে

ফিরিতাম মনসুখে গহন কাননে
লয়ে সে অমূল্য নিধি! দেখিতাম সখি,
ভুবনমোহন রূপ বক্ষে বসাইয়া!
"ফুটিলে কুসুমকলি দূর বনান্তরে,
চৌদিকে কণ্টককুল!—ধায় না কি তবু
মধুলোভে মধুকর তার পানে বেগে?—
নাহি মানে কোন বাধা! মন বাঁধা যাহে,
ছিঁড়ে যদি সে শৃঙ্খল কে আর নিবারে?
আচম্বিতে এক দিন দেখিনু স্বজনি,
প্রমোদ উদ্যান মাঝে যোগীশ্বরে
অপরূপ! চমকিনু; চমকিলা যথা
গিরিজা গিবিশে হেরি ধূলিখেলাবাসে!
পরিধান পীতাম্বর, পীত ধটী গলে,
কপালে চন্দনফোটা, জটাভার শিরে
মুনীন্দ্র, ফণীন্দ্র যথা ভস্মআবরণে!
কেমনে বর্ণিব সখি, সে রূপমাধুরি
অতুলনা? দেখিয়াছি বিজলির রেখা
নবজলধরতলে, চিত্রপটে কিবা
রতিপতিরূপরাশি, কিন্তু নাহি হেরি
হেন অপরূপ রূপ এ পোড়া নয়নে!
" নব পল্লবের তলে বসিয়া বিরলে,

গিরিজা গিরিশে হেরি—দুর্গা শিবকে দেখিয়া।

সম্ভাষে আদরে যথা ফুল্ল কলিকারে
মধুকর, মুগ্ধকর গুন্ গুন্ রবে!
তেমতি সুস্বরে সখি অভাগীর কানে
কতক্ষণ পরে যোগী কহিতে লাগিলা —
'রাজলক্ষ্মি, জান না কি, কি দুঃখে মরমে
জ্বলি আমি তব তরে? দহেলো যেমতি,
নিদাঘে উদ্যানতরু বারিধারা বিনা!
সঁপেছি তোমাতে প্রাণ, সঁপে লো যেমতি
সাগর সলিলে মীন—রক্ষ এ বিপদে,
তুমি বিনা কমলাক্ষি, কে দুঃখ নিবারে?'

"শুনি সে মধুর রব উঠিল হৃদয়ে
তরঙ্গ, অপাঙ্গ ভাঙ্গি বহে দর ধারা!
কাঁদিলাম—কাঁদে যথা নব কাদম্বিনী
দম্ভোলিনির্ঘোষ শুনি; অথবা গোকুলে
গোকুল বিহারী যবে মান ভিক্ষাআশে
ভিক্ষাঝুলি কক্ষতলে দাঁড়ালা বিষাদে
কুঞ্জদ্বারে, কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী!

"আবার কহিলা যোগী, 'হে সুরমোহিনি,
রাজকুলে জন্ম মম, তুমি রাজেশ্বরী;
পূজিব তোমারে সাধে রাজাসনে রাখি!
ইলিয়মকণ্ঠভূষা সুচারু রতনে

১৪। দম্ভোলিনির্ঘোষ — বজ্রধ্বনি

সাজাব তোমার অঙ্গ ; সহস্র কিঙ্করী
সেবিবে ও পদযুগ এ দাসের সহ ;
দেহ ভিক্ষা, রক্ষ প্রাণ, আশ্বাসবচনে '
এত কহি—হা কি লজ্জা ! পরশিলা ধীরে,
বৈশ্বানর, নররূপে এ দাসীর করে :
আকাশ ছাড়িয়া শশী নামিলে ভূতলে,
পারে কিগো কুমুদিনী বিরহবিধুরা,
লুকাইতে পত্রতলে মুদ্রিত নয়নে ?
ভাঙ্গিল চিত্তের বাঁধ ! বালিরাশি যথা,—
দূরে গেল লাজ ভয় প্রবল উচ্ছ্বাসে !
কহিলাম অভাগিনী,—প্রাণেশ্বর তুমি,
ক্ষম এ দাসীরে নাথ ! তোমার লাগিয়া
জীবন যৌবন মম ! কহ তা দাসীরে,
কেমনে পূজিব তোমা কোন্ বেশ ধরি ?—
হাসিলা প্রাণেশ সুখে, হাসেন যেমতি
সহস্রাক্ষি ইন্দ্রাণীর পবিত্র উরসে
প্রেমাবেশে ! বনস্থলী হাসিল অমনি
মহোল্লাসে। মজিলাম সুখের স্বপনে !
আদরে চরণে ধরি কহিনু কাঁদিয়া
'সুরেশ্বর'—হা কি লজ্জা ! 'সাজে কি আমারে
রাজআভরণ ছার, তোমা উপেক্ষিয়া ?

৫। বৈশ্বানর নররূপে—অগ্নিই যেন নররূপ ধারণ করিয়া।

সাজিব যোগিনী আমি, সাজিয়াছ তুমি
যে মনোমোহন রূপে, তব সহবাসে
ভুঞ্জিব স্বরগ সুখ প্রান্তর শ্মশানে !'
"ত্যজিলাম রাজবেশ ; ফেলিলাম দূরে
হেম হীরা অলঙ্কার ; কুরঙ্গিনী যথা
কনকশৃঙ্খলভার, শুনি দূরবনে
কুরঙ্গ মধুররব ! ভস্মে বিনাইয়া
শিরসি বাঁধিনু বেণী ; বাঁধিনু অঞ্চলে
কটিতট, ঝটপটি পরিনু তরাসে
ভস্মঅবলেপ অঙ্গে ; কিন্তু লো স্বজনি,
পাপীয়সী পাপরূপ নারিনু ঢাকিতে
কোন ক্রমে ! নাহি জানি কি হেতু চিত্রিলা
বিধাতা এ আশীবিষে বিচিত্র বরণে !
পরাইনু রত্নহার বনলতিকারে ;
বিশাল রসালমূলে লিখিলাম সখি,
মরমের দুটি কথা ; বিষাদে প্রণমি
জন্ম ভূমে, চলিলাম দূরপরবাসে !
"ভ্রমিলাম কত দিন প্রান্তরে, বিপিনে,
যোগীবেশে ; পথক্লেশে কিন্তু লো স্বজনি,
হইনি কাতরা আমি ! সফরী দুর্ব্বলা

৮। শিরসি—মস্তকে ।
১৩। আশীবিষ—সর্প ।
২০। সফরী—পুঁঠি মৎস্য ।

নয় লো বিমুখ কভু দূর সন্তরণে,
নব বরষার জলে! মন ধায় যবে
যে পথে, সে পথে সই চলিতে কভু কি
চরণ অশক্ত কারো এ ভব মণ্ডলে?
"মধ্যাহ্নগগনে রবি বসিতেন যবে
অগ্নিতেজে, আমরাও বসিতাম সখি,
নিবিড় বকুলতলে; দেখিতাম সুখে—
শারী, শুক, শ্যামা, শিখী, নাচিয়া নাচিয়া
বেড়াইত তরুশিরে; কভুবা স্বজনি,
পিকমুখে পিকবধূ চুম্বিতা আদরে,
মোহিয়া মধুর গানে; চুম্বিতা অমনি
আদরে অধরে নাথ! হায় লো ইন্দিরা,
কি পাপে ভাঙ্গিলা আশু সে সুখস্বপন
দুঃখীর কপালে বল? বড় ইচ্ছা মনে,
এ দুঃখের রাজভোগ আশু পরিহরি,
সে সুখের বনবাসে যাইলো স্বজনি!
ভ্রমিগে কানন বাসে সে যোগিনী বেশে;
খাইগে বনের ফল; সুখে করি কেলি
স্বচ্ছ নির্ঝরিণীজলে; দেখি গিয়া সখি,
নাথের মোহন ছবি সে চারু মুকুরে!
কিন্তু সখি, বুঝিয়াছি, দহিতে মরমে
জনম আমার শুধু এ ভব মণ্ডলে;

বুঝিয়াছি নাহি সুখ পুনঃ এ ললাটে !”—
এত কহি বিধু মুখী কাঁদিতে লাগিলা
মহা দুঃখে, কাঁদে যথা কলম্বসংঘাতে
কলহংস, কিম্বা শচী সুরসোহাগিনী
সুচারু অমরা স্মরি কাঁদিলা যেমতি
মহারণ্যে ! ধীরে ধীরে ইন্দিরা সুন্দরী
আদরে ধরিলা গলে, তিতি অশ্রুজলে
কহিলা—‘কেন লো সখি, দুঃখী অকারণে
ভূত স্মরি ? এ সংসার দুঃখের সাগরে
সুখরত্ন কে পেয়েছে ? না সয়েছে কেবা
দুঃখের তরঙ্গবেগ সে সুখলালসে ?
বল সখি, শেষে বিধি খেলিলা কি খেলা ?’
অশিক্ষিত-হাতে যথা ত্রিতন্ত্রী নিস্বনে
থাকি থাকি, বিধুমুখী কহিতে লাগিলা
ভগ্ন স্বরে—“ মাসাধিক গত লো স্বজনি.
এই রূপে ; অকস্মাৎ শুনি এক দিন
অদূরে গভীর রোল, ঘনরোল যেন
অনম্বরে, শুধাইনু নাথেরে অমনি—
‘ওকি শুনি ?’ উত্তরিলা প্রাণেশ হাসিয়া—

৩। কলম্ব—শর।

১৩। ত্রিতন্ত্রী—বীণা।

১৮। অনম্বরে—আকাশে।

'প্রেয়সি, সদয় বিধি বুঝিবা এ দাসে
এত দিনে, শুনি দূরে অম্বুধিকল্লোল,
জনতার কোলাহল; আরোহিব মোরা,
সুন্দর অর্ণবপোতে ঐ সিন্ধুনীরে;
ঐসিন্ধু তীরে প্রিয়ে. শোভিত সুন্দর
ইলিয়ম রত্নপ্রভা, রত্নাসনে যথা
রাজরাজেশ্বরী রূপে দেখিব তোমারে!'
"কতক্ষণ পরে সখি, দেখিলাম দূরে
নীলাম্বুনীলিমা আমি: পোত সারি সারি
বাহিত সাগরবক্ষে, বাহিত যেমতি
শুভ্র ছায়াপথ-শোভা নীলাম্বরভালে!
দেখিলাম সিন্ধুকূলে মিলেছে স্বজনি.
অপূর্ব্ব মায়ার হাট! জুটিয়াছে সেথা,
বৈদেশিক লক্ষ লক্ষ; শিখিপক্ষ শিরে
কেহবা, কেহবা সাজি বিচিত্র বরণে
পট্ট-বস্ত্রে, সুরঞ্জিত পশুচর্ম্মে কেহ!
প্রদোষে বিহঙ্গকুল তরুশিরে মিলি,
গায় যথা নানা রবে, তেমতি শুনিনু
সে জনকল্লোল আমি; দেখিনু দুধারে
সুন্দর বিপণিশ্রেণী মণিমুক্তাভরা:
চলিনু প্রাণেশ সহ—কৈলাসবাসিনী

১। নীলাম্বুনীলিমা—সাগরের নীলকান্তি।

মহেশ্বর সহ যথা বৈজয়ন্তপুরে !
দেখিনু বিচিত্র শোভা ! কতক্ষণে সখি,
সুন্দর অর্ণবযানে আরোহিনু মোরা ;
চলিল অর্ণবপোত পোতাশ্রয় ছাড়ি।

"উড়ি বহু দূরপথ বসি তরুশিরে,
কপোত সম্ভাষে যথা কপোতীরে ধরি
মহাদরে গদ গদ ! কহিলা আমারে
প্রাণেশ্বর 'প্রিয়তমে, দিয়েছি যে দুঃখ,
পাসরি ক্ষমহ দাসে ; মাখিয়াছি আমি
কর্দ্দমকলঙ্ক হায়, পারিজাত ফুলে !
হেন ভিখারিণী বেশ, সাজে কি তোমারে
রত্নপ্রভা ? সাজাইব বিবিধ রতনে
আজি তোমা' এত কহি উন্মোচিলা ধীরে
জটাভার ; বিনাইয়া বাঁধিলা কবরী
মুক্তাহারে ; ভস্মলেপ মুছিলা যতনে ;
পরাইলা দিব্য বস্ত্র দিব্যজ্যোতিমাখা ;
ধরিলা আদরে শেষে উরসে দাসীরে !
সে সুখস্বপন সখি, কেমনে পাসরি ?

অস্ত গেলা দিনমণি, আইলেন নিশি
বিরাজিতে ধরাধামে তারাসাজে সাজি ;
বহিল মৃদুল বায়, নাচিতে লাগিল

১। বৈজয়ন্তপুরে— স্বর্গে।

বীচি মালা নানা বর্ণে সিন্ধুর সলিলে
সুধাকর করতলে ; জ্বলে দীপ মালা,—
শত শত রত্ন যেন অনন্তকুন্তলে।
হইলে গভীরা নিশি স্তম্ভিতা মেদিনী,
একাকিনী জাগি আমি ; জাগিলা যেমতি
অশোকের বনে সীতা বসিয়া ভূতলে
শোকাকুলা ! কত চিন্তা ভাসিল মানসে !
কাতর হইল আঁখি, তন্দ্রাবেশে সখি,
দেখিনু স্বপন, স্মরি শরীর শিহরে !
আচম্বিতে দেখি, বামা অনল রূপিনী
উগ্রমূর্ত্তি ! মহাক্রোধে বসিলেন আসি
বক্ষে মোর, ঘোর বায়ু বহিছে নিশ্বাসে ;
ক্রোধে বহে অগ্নিশিখা অশ্রুবারি সহ !
শোভিত শাণিত অসি শুভ্র করতলে
সমুজ্জ্বল ! কেশে ধরি কহিলা ললনা—
'কলঙ্কিনি ! তাই কিলো ধরিনু উরসে
এত বর্ষ ? দিলি মম অকলঙ্ক কুলে
এ ঘোর কলঙ্ক কালী ! তোর তরে আমি
না পারি দেখাতে মুখ এভব মণ্ডলে !
কাঁদে মম পুত্র কন্যা একলঙ্ক স্মরি

১। বীচিমালা—তরঙ্গমালা।
১০। বামা—হেলেনার জন্ম ভূমি। গ্রীষ।

দিবানিশি ! পাপীয়সি, পাসরিব আমি
সব দুঃখ, মর্ ডুবি জলধির জলে
এ মুহূর্ত্তে ! কিম্বা বৃথা তোরে এ গঞ্জনা !
এখনি কাটিব তোরে খণ্ড খণ্ড করি,
ঘুচাব মনের ব্যথা ; হৃদয়ের কালী
ধোয়াইব রক্তস্রোতে ! এত কহি রামা,
উঠাইলা রোষে অসি, চমকিনু ত্রাসে !
জাগিয়া দেখিনু দেবী নিশিলা আকাশে ;
সারা নিশা সহচরি, কাঁদিনু নীরবে ;
বিগত যামিনী ; ঊষা আইলেন ধীরে
হাসি হাসি ; ধরাধামে সিঞ্চিলা হরষে
সুধারাশি ; দিননাথ উঠিলা গগনে ;
উড়িল বিহঙ্গকুল মৃদু কলরবে
শূন্যপথে ; বর্ণভাতি পরিলেন ধরা ;
আনন্দে দেখিনু সখি নিসর্গমাধুরী ।
উঠিলেন প্রাণেশ্বর, বাড়িল ক বেলা,
দিবস কাটিনু কত মধুর সংলাপে !
দিবা অবসানে সখি, দেখিনু পূরবে
আলোরাশি সিন্ধু জলে ; ভাবিনু বিস্ময়ে-
কি লাগিয়া অংশুমালী গোধূলি ললাটে
সমুদিত ! শুধাইনু নাথেরে অমনি—
' শুনিয়াছি বাড়বাগ্নি জ্বলে সিন্ধুজলে ;

'এ কি সে অনল নাথ, কহ তো দাসীরে ?'
কহিলেন প্রাণেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া—
'নহে প্রিয়তমে ঐ বাড়বাগ্নিশিখা :
শুনেছ ত্রিদশ শোভে শঙ্করের শিরে,
সিন্ধুতীরে, রক্ষ ময়! তুচ্ছ যার কাছে,
ভারতসাগরভালে রক্ষোরাজপুরী
স্বর্ণময়, ধরাতলে ঐ সে অমরা!"
নিশীথে—অলক্ষ্মী যথা পশে অলক্ষিতে
পশিনু কণকপুরে পলাইলা ত্রাসে
রাজলক্ষ্মী! রাজপুরী কাঁদে লো বিষাদে
সে অবধি নিরবধি হাহাকার রবে!
কতশত প্রণয়িনী প্রণয়পরশে
বঞ্চিত আমার তরে; শিশু শত শত
অসহায়; পাপানীর—হায় লো ভগিনি,
আমি পর দুঃখ মম জনম অবধি!
আর এক দুঃখ সখি, দংশে লো মরমে
অনুদিন কালান্তক ভুজঙ্গম রূপে!
রাখিনু কলঙ্ক রেখা ইতিহাসপটে;
এ কলঙ্ক কথা মোর ঘোষিবে জগতে!—
হেলেনার ঘরে ঘরে, সুদূর বৃটনে,
মনোরঙ্গে গাবে কবি দূর বঙ্গভূমে!

৬। রক্ষোরাজ পুরী— লঙ্কাপুরি।

তৃতীয় সর্গ।

❋

সপ্ত দিবানিশি গত দুরন্ত আহবে ;
বীরশূন্য ইলিয়ম, তরুশূন্য যথা
মহারণ্য মহাবাতে ! রত্নাসনে বসি
কাঁদে ইলিময়পতি ; পাত্র মিত্র যত
দিবসে নক্ষত্র সম মলিন বিষাদে ;
ছত্র সহ ছত্রধর দাঁড়ায়ে পশ্চাতে
চিত্রপুত্তলিকা যথা ; চামর ধরিয়া
চামরী বিবশ শোকে ; দণ্ডধর দূরে
দণ্ড হাতে অধোমুখী মৌনী মনোদুখে ;
কাঁদে সবে ! ফেরে দূরে গায়কী নর্ত্তকী
শোকাকুলা—শিখী যথা পিঞ্জর বাহিরে !
হেমন্তের অন্তে যথা জলদ নির্ঘোষে
গদ গদ, কহিলেন ইলিময়পতি ;
"মন্ত্রিবর ! অতঃপর এ দগ্ধ হৃদয়ে
সয় কিহে শোককজ্বালা ? হায়রে কি কব
রত্নময় ইলিয়ম বিগতমাধুরি
জনশূন্য ! জলশূন্য জলধি যেমতি।

১। আহবে—যুদ্ধে

পঞ্চাশৎ পুত্র মাঝে নাহি পঞ্চ জন;
বিধাতার এ বঞ্চনা সহিব কেমনে!"
"কি কুক্ষণে, নাহি জানি পারিস দুর্ম্মতি
আনিল এ আশীবিষে এ কণকপুরে,
ভস্মশেষমণিখণি বিষাক্ত নিশ্বাসে!
কুক্ষণে পশিল রিপু এ রম্য কাননে;
ভাঙ্গিয়া দুকুল নদী গ্রাসিল উদরে
সব শোভা! হেমপ্রভা ত্রিদশ নগরী
বীরশূন্য, পুষ্পশূন্য পুষ্পবন যথা!
ভাঙ্গিলে সকল শাখা রহে কিহে শাখী
ঊর্দ্ধশির? কি আশায়—কার তরে কহ—
বহিব এ দেহভার? সাজরে সত্বরে
ত্রিদশের বীরবৃন্দ, পশিব সমরে
আপনি, দেখিব আজি বিক্রমের সীমা
হেলেনার, অবহেলি কালান্তকে মোরা
সংগ্রামে! কেমনে সহি এ ঘোর নিগ্রহ
অরাতির? মিশাইব কিম্বা চিতানলে
এ চিত্তঅনল আজি! রে দারুণ বিধি,
কি পাপে লিখিলা কহ এদুঃখ ললাটে!"

১। প্রায়াম রাজের ঔরসে পঞ্চাশৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করে বলিয়া ইতিহাসে উক্ত আছে।

৪। আশীবিষে—সর্প রূপিণী হেলেনাকে।

গলিলে তুষাররাশি শৃঙ্গধরশিরে
আর্দ্র যথা গুল্ম তরু, তিতে অশ্রুনীরে
পাত্র মিত্র। মন্ত্রিবর কহিলা কাতরে,
"নৃপ-কুল-কলানিধি, ক্ষম এ দাসেরে ;
নাহি জানি অদৃষ্টের কোন্ গ্রহদোষে
এলাঞ্ছনা ত্রিদশের, শক্রপদতলে
রত্নময় ভূমি ! তবু শূন্য কিহে কভু
রত্নপ্রসূ রত্নাকর সলিলসিঞ্চনে ?
আজিও কম্পিত ধরা বীরহুহুঙ্কারে
ত্রিদশের ! কেন দেব, বৃথা এ গঞ্জনা
বিধাতারে ? সুখ দুঃখ চক্রসম ফিরে
এ ব্রহ্মাণ্ডে ; সুশোভিত কত শত তারা
প্রদোষে আকাশভালে, কটি মাত্র রহে
নিশান্তে ? বসন্তে শোভে কানন সুন্দর,
থাকে কি সৌন্দর্য্য তার নিদাঘদাহনে ?
কে কহ অক্ষত দেব, দেব কি মানবে ?
ইন্দ্রজিৎ সমতেজে—শক্রজিৎরণে—
হিরণ্যক পুত্র তব বীর-কুল-রবি !
বিভাবসু পশি যথা শুষ্কতৃণদলে
একাকী নাশেন শূর শক্রসৈন্যদলে
সংগ্রামে ; কি খেদে কহ এ কল্পনা মনে

১৯। বিভবাসু—অগ্নি।

আপনি পশিতে রণে ? পড়ে কি ভাঙ্গিয়া
আকাশ, থাকিতে ভানু মধ্যাহ্নগগনে ?
বহিলে প্রবল বায়ু ছুটে চারি ভিতে
করকা, তারকা কভু পড়ে কি খসিয়া
ভূতলে ? এহেন শোক শোভে কি তোমারে !
দেবভক্ত ইলিয়ম—বেদভক্ত যথা
দ্বিজকুল—যাবে দেব, দেবআরাধনে
দেবকোপ, থাকে যদি ত্রিদশ উপরে !"
উত্তরিলা নরপতি, যাদঃপতি যথা
তরঙ্গ-আবেগ-শেষে—"আশীষি তোমারে
হে সচিব-কুল-শ্রেষ্ঠ, তোমার বচনে
পেয়েছি সান্ত্বনা বহু বিপত্তিসময়ে ;
কলম্ব আঘাতে, ভুলে বেদনা যেমতি
কুরঙ্গ বংশীর রবে, গড়িলা বিধাতা
রক্ত মাংসে এ শরীর, রোপিলা হৃদয়ে
পুত্রস্নেহ, কেহ তারে পারে কি ছিঁড়িতে ?
এত পুত্রশোক কহ কেমনে পাসরি ?
ঝরে ফল পত্র তরু একটি আঘাতে,
শত শত বজ্রাঘাতে ভূধর বিদরে !,,
কত ক্ষণ পরে আসি কহিলা কিঙ্করী—

৯। যাদঃপতি—সমুদ্র।
১৩। কলম্ব—শর।

প্রমত্ত ভ্রমরী যথা কমলকাননে
ধায় বেগে, গায় গীত মৃদু গুঞ্জরিয়া—
"মহারাজ, মহারাজ্ঞী যাবেন আপনি
ইলিয়মঅধিশ্বরী দেবীর মন্দিরে।„
চলিলেন অন্তঃপুরে রাজ সভা ছাড়ি
রাজেন্দ্র; শূরেন্দ্রসভা ভাঙ্গিল সত্বরে।

মহাধূমে বামদেবী ত্রিদশঈশ্বরী
ইলিয়মঅধিষ্ঠাত্রী, ভুঞ্জিছেন সুখে
মহাপূজা; গৌরগৃহে গিরিজা যেমতি
বসন্তে; অনন্ত রত্নে শোভিয়াছে পুরী!
বাজে সুমধুর রবে দামামা, দুন্দুভি,
তুরী, ভেরী, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘন-ঘটা-রোলে!
চন্দন গুগ্‌গুলগন্ধে অনশ্বর ভরা;
বহিছে লোহিত নদী প্রাঙ্গন মাঝারে
রুধিরে; অদূরে শোভে রত্নাসন মাঝে
বিবিধ নৈবেদ্য-ভার; ঠেকিছে গগনে
আঁধারিয়া ধূপধূম; যজ্ঞাগারে জ্বলে
যজ্ঞানল, বিস্তারিয়া সহস্র রসনা
আকাশে! সহস্র হোতা যোগায় আহুতি।
শত শত তন্ত্রধার করে মন্ত্রধ্বনি,
প্রবাহিনী রব যথা গিরীন্দ্রশিখরে

৭। বাম দেবী—ইলিয়ম অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কল্পিত নাম।

অবিরাম ! ফুলরাশি সজ্জিত সম্মুখে ।
শোভিছেন মহাদেবী—মহামায়া যথা
মৃগেন্দ্রকেশরাসনে ! বিলম্বিত কেশ
কটিতটে, কর তলে ধরেন সাপটি
ব্রহ্মাস্ত্র, বিদ্যুৎ নেত্রে অর্দ্ধ চন্দ্র ভালে
ঝলসিছে বক্ষে বহে রুধিরের ধারা—
কাল কাদম্বিনীশোভা গোধূলিললাটে !
ইলিয়ম-রাজ-পুরে উঠিল সুরবে
নাগরীর কলরব ; নিঃস্বরে যেমতি
নিভৃতে কপোতকুল প্রাসাদশিখরে
প্রভাতে ! পরিলা সুখে রত্নময় শাড়ী
শত শত রাজাঙ্গনা, বিবিধ রতনে
বিভূষিলা মনোরঙ্গে শ্যামাঙ্গ সুচারু !
চলিলেন মহারাজ্ঞী, আরাধিতে যথা
মহেশ্বরী মহেশ্বরে সুমেরুশিখরে ।
শত শত হেমকুম্ভ বহে কুলাঙ্গনা
চারু কক্ষে, দিগঙ্গনা দিক্ আলোকিয়া
দিব্য রূপে ; চলে কেহ পল্লব বহিয়া
ঊর্দ্ধকরে, ধায় যথা সহস্র চমরী

১৩। শ্যামাঙ্গ—অধুনা শ্যাম সবুজ অর্থে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু শ্যাম তপ্ত কাঞ্চন সদৃশ বর্ণ।
১৫। মহেশ্বরী মহেশ্বরে—দুর্গা শিবকে।
১৯। চমরী—চামর সদৃশ পুচ্ছধারী গাভী।

পুচ্ছে! পুষ্পহার শোভে কারো গলে
সুধাংশুমণ্ডলে যেন মন্দাকিনীশোভা!
বহিল করঙ্ক মাঝে সহস্র কিঙ্করী
অগুরু, চন্দন চুয়া তাম্বুল কর্পূর,
ধুপ দীপ গন্ধরস, মদগন্ধে মাতি
ধায় পাছে মধুকর, মৃদু গুঞ্জরিয়া;
ফুল্ল শতদলভ্রমে বসিছে হরষে
ললনার ফুল্ল মুখে, কভু বা উড়িয়া
মধুচক্র ভ্রমে ধায় সুচারু কুন্তলে!
লইয়া মঙ্গলঘট চলে পুরোভাগে
পুরোহিত, পুরবালা চলিলা পশ্চাতে,
চলিলা যেমতি ব্রজে গোপকুলবালা,
গোবিন্দের দরশনে নারদসংহতি
কুরুক্ষেত্রযজ্ঞাগারে, রণক্ষেত্রে কিবা
কুরু-কুলাঙ্গনাকুল দ্বৈপায়ন সহ!
মধুর পঞ্চম স্বরে মঙ্গলসঙ্গীত
গায় বামা, মিশাইয়া নূপুর নিক্কণে;
মিশে যথা ঝিল্লিরব বংশীর সুরবে!
ঘন দেয় হুলুধ্বনি কলকণ্ঠ ভরি,
কোকিলকাকলি যথা নিকুঞ্জে প্রভাতে!
বহে শত বিশালাক্ষী বিচিত্র পতাকা;

৫। গন্ধরস—এখানে আতর প্রভৃতি।

কম্বুর নিনাদে অম্বর পূরিছে কেহ ;
অঞ্জলি পূরিয়া ছিটায় কুসুমরাশি
কেহ রাজপথে ; হায় চলিলা যেরূপে
বামাদল ! এক মুখে কে পারে বর্ণিতে
হেন শোভা ? বেগে বহে লাবণ্যলহরী :
কতক্ষণ পরে আসি পশিলা হরষে
রাজ-কুলাঙ্গনা-কুল দেবীর মন্দিরে,
লুকাইলা একে একে বলাকার শ্রেণী
সুদূর জলদতলে সন্ধ্যাসমাগমে।
বাজিল মঙ্গলবাদ্য ; উঠিল গভীরে
জয়ধ্বনি, সুরধনী নমিলা ভূতলে
যুগপৎ ; ঝরে যথা সেফালি শরতে !
আরম্ভিল মহাপূজা মহা আয়োজনে ;
চীৎকারে মহিষ, মেষ ; মহাবেগে ঢালে
ঘৃতাহুতি যজ্ঞানলে ; মহাবেগে উঠে
ধূমরাশি ; মহাদেবী হাসিলা পুলকে,
হাসে যথা নব ভানু কুজ্‌ঝটিকা তলে !
ইলিয়ম-রাজরাণী কহে ক্ষণ পরে,
রক্ষকুলেশ্বরী পাশে রক্ষোরাণী যথা
বিশালাক্ষী, বক্ষে বহে অশ্রুবারিধারা !
" মহাদেবি কোন্ পাপে এ ঘোর নিগ্রহ

কম্বুর নিনাদে—শঙ্খনাদে

ইলিয়মে,— একে একে প্রায়ামসন্ততি
সংহার দারুণ রণে? ব্রততী যেমতি
পত্রশূন্য, পুষ্পশূন্য পুষ্পমালা যথা,
তেমতি দাসীর দশা হয়েছে ঈশ্বরি,
পুত্রশোকে! সত্য বটে জন্মি বীরকুলে
বীরকুলনারী মোরা, বিসর্জ্জিতে রণে
বীরধর্ম্মে পুত্রধনে! স্বজিলা বিধাতা
অবলা, এ ঘোর জ্বালা কেমনে বিস্মরি?
বিশাল রসালশাখী যুঝে মহাবলে
ঝঞ্ঝাবাতে, ঝরে কিন্তু ভুজঙ্গদংশনে!”
এত কহি মহারাজ্ঞী বিষাদে ত্যজিলা
নিশ্বাস, অবলাকুল কাঁদিলা নীরবে।
সুতপ্ত নিশ্বাসবায়ু বহিল প্রাঙ্গনে;
উষার শিশিররূপে ঝরে অশ্রুধারা
দর দর! রাজেশ্বরী আবার কহিলা—
“বিলুপ্ত-বিপুল শোভা ত্রিদশ নগরী!
ইলিয়ম ভূমি হায়! মরুভূমি যথা
রত্নাকর! পতিরত্ন হারায়ে সমরে
কাঁদে কত পতিব্রতা কণকপ্রতিমা
হাহাকারে! বীরশিশু লুটায় ভূতলে,
মৃগেন্দ্রকবলাহত মৃগশিশু যথা!
ধক্ ধক্ চিতানল জ্বলে চারিভিতে!

অমরবাঞ্ছিত আহা! ত্রিদশ নগরী
ভস্মময়, পঙ্কময় সরসী যেমতি!
দেবভক্ত ইলিয়ম! জান মহাদেবি,
কত যত্নে পূজে তোমা—কত অনুরাগে!—
প্রায়াম; পাষাণী হয়ে দিলা কিগো তারে
প্রতিফল? ইচ্ছি মোক্ষ তব পদছায়া'
পর্ব্বত-কন্দর-তলে লুকায় যদ্যপি
ত্রাসে মৃগ, নাশে কিগো পাষাণচাপনে
নগেন্দ্র আশ্রিত মৃগে? কহ কোন্ দোষে—
কোন্ পাপে—এ আক্রোশ ত্রিদশ উপরে?
হরিলা অকালে বিধি—হায়রে অকালে!—
কমল-কানন-শোভা! না পারি দেখিতে
এ দুর্দ্দশা; এ বেদনা না পারি সহিতে!
ত্রিদশের রক্তস্রোতে প্লাবিতা মেদিনী;
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরো যদি বাকী,
কাটি মুণ্ড—কহ ত্বরা নৃমুণ্ডমালিনি,
ও রাঙ্গা চরণ তব ধোয়াই রুধিরে!
প্রসীদ প্রসীদ মাতঃ প্রসীদ ত্রিদশে!
নতুবা এ পোড়া বক্ষে—দেহ ভিক্ষা দেবি,—
প্রহারিয়া মহাশূল ঘুচাও বেদনা!
এত কহি রাজলক্ষ্মী পড়িলা ভূতলে
শোকাকুলা; সতী যথা দক্ষরাজপুরে!

সহসা কাঁপিল পুরী ভূকম্পনে যেন,
রত্নাসনে মহাদেবী কাঁপিলা সঘনে,
দর দর স্বেদবিন্দু বহিল ললাটে!
চমকিলা বামাকুল; চমকিলা দূরে
পুরোহিত, পুষ্পাঞ্জলি পড়িল ভূতলে!
বিস্ময়ে কাঁদিলা সবে অলক্ষণ হেরি
হাহাকারে! বামাকুল পড়িলা ভূতলে;
পড়িলা যেমতি আহা নিকুঞ্জনিবাসে
নিকুঞ্জবিহারীশোকে ব্রজকুলাঙ্গনা!

--- —০※০ · — —

চতুর্থ সর্গ।

দ্বিযামা যামিনীযোগে ত্রিদশঈশ্বরী,
বসেছেন মনোদুঃখে, দুঃখিনীর বেশে,
একাকিনী শোকাকুলা বিমলাপুলিনে।
বিমুক্ত রতনভূষা, অস্ত্র করতলে,
কণ্ঠতলে মুণ্ডমালা ; উন্মাদিনী যথা
রঘুকুলেশ্বরী সীতা শতস্কন্ধে নাশি!
বহিছে বিমলাস্রোত গভীর প্রবাহে
কলকলে, হাসাইয়া ইলিয়ম ভূমি
কত রত্নআভরণে!—বিমল তরঙ্গে
বহেন সিংহলে যথা গঙ্গা মহাবলী!
কতক্ষণ পরে, আসি উতরিলা তথা
মায়া দেবী, মিশাইয়া মোহন মূরতি
বায়ুসহ ; ইন্দ্রধনু শোভিত উরসে,
কপালে সুধাংশুরেখা, চপলা চরণে,
কক্ষতলে সুরঞ্জিত মায়ার পুটলি!
বন্দি চরণারবিন্দ, কহে মন্দ ভাষে
মায়া দেবী—"মহাদেবি, ক্ষম এ দাসীরে;
দিয়েছ যে গুরু ভার, অবসর তাহে

৩। বিমলা-ইলিয়মবাহিনী নদী।

১০। গঙ্গা মহাবলী-মহাবলী গঙ্গা।

নাহি মাত্র ; অহোরাত্র কালের চর্ব্বণে
চূর্ণিত এ চরাচর নশ্বর সংসারে !
মন্ত্রবশে যাদুকর ভুলায় যেমতি
দর্শকে, তেমতি দেবি ভুলাই মানবে ;—
সাজাই প্রত্যহ ধরা, ধূলিমুষ্টি দিয়া
রচি কত রত্নরাশি ; সিঞ্চিলে কাননে
মুখামৃত, বনস্থলী হাসে ফুল ফলে ;
একটা রতন দেবি, বসাই পূরবে,
তেঁই সে নূতন ভানু ঝলসে গগনে।
ছায়াবাজি এ সংসার দেবের নয়নে,
প্রকৃত পদার্থ ভ্রমে মানব নেহারে ;
পতিপ্রেম, পুত্রশোক,—সংলাপ বিলাপ,
সকলি আমার খেলা দেবের প্রসাদে।
মহাদেবি, কহ আজি কি হেতু স্মরিলা
এ দাসীরে, কর আজ্ঞা পালিব এখনি।"
কহিলা গভীর রবে—ভোগবতী যথা
গভীর পাতালপুরে—ত্রিদশঈশ্বরী,
"লো মায়া, মনের ব্যথা কব আর কারে !
জাননা কি—এ ব্রহ্মাণ্ড তব করতলে—
কি পাপে পশিলা আসি ইলিয়মপুরে
হেলেনার সৈন্যস্রোত, সিন্ধুস্রোত যথা

১৬। ভোগবতী—পাতাল পুরেপ্রবাহিত গঙ্গা।

অতিক্রমি বেলা ভূমি, নাশিলা বিক্রমে
ত্রিদশের সব শোভা ; সংহত সমরে
একে একে বীরবৃন্দ ;—বাজি বৃন্দ যথা
প্রবল তরঙ্গাঘাতে ; বিমলা সলিলে
বহিছে রুধিরধারা কল কল নাদে ;
লাগিয়াছে মহামারি ; জনশূন্য পুরী,
মরিয়াছে গজ বাজি তুঙ্গস্তুপাকারে ;
ভীষণ শ্মশান এবে রত্নময় পুরী !

"হায় মায়া, মর্ম্মব্যথা না পারি সহিতে,
দলিত নন্দন বন দৈত্যপদতলে ;
কভু ইচ্ছি পশি রণে, কটাক্ষে কাটিয়া
বিকট কটক, রিপু সংহারি সমূলে !
কিন্তু মায়া, মায়াময় নশ্বর জগতে
সাজে কি সুরসংগ্রাম ? অথবা কেমনে
বৃথা দণ্ডি হেলেনায়, বিনা অপরাধে ?
করেছে যে মহাপাপ পারিস দুর্ম্মতি,—
হরিয়াছে পর দার !—দিয়েছে যে কালী
কলঙ্ক বিহীন কুলে, মজিবে সমূলে
সে পাপে প্রায়ামবংশ ; ত্রিদশ ভাসিবে

২। সংহত শব্দ মিলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে নিহত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

১৮। কলঙ্ক বিহীন কুলে—স্পার্টা রাজকুলে।

রক্তস্রোতে ; এ কুযশ ঘোষিবে জগতে !
"কিন্তু মায়া, আশ্রিত যে, থাকে কি তাহারে
আক্রোশ ? ছায়ারে রোষে পদাঘাতে কেবা !
মহাভক্ত ইলিয়ম, মহাঅনুরাগে
পূজে নিত্য শত শত রক্তউপহারে ;
কেমনে পাসরি বল ত্রিদশের স্নেহ ?
এসেছে মন্দিরে আজ বালা শত শত
ইন্দুমুখী, অশ্রুবিন্দু অপাঙ্গে ঝরিছে ;
মলিন প্রফুল্ল মুখ, শীর্ণ দেহলতা ! –
বনলতা যথা বনস্পতির বিহনে !
পতিশোকে কাঁদে বালা লুটায়ে ভূতলে
হাহাকারে ; কাঁদে শুনি কানন, বল্লরী,
বিহঙ্গম, গ্রহ তারা করুণাউচ্ছ্বাসে !
সে ঘোর ক্রন্দনরোল না পারি শুনিতে,
নিশীথে আইনু তেঁই এ দূর বিপিনে।
"যাহ মায়া ত্বরা করি জননীসকাশে ;
ধ্যানে মুগ্ধ মহাদেবী জগতজননী
পূজেন জগদীশ্বরে সুমেরুশিখরে ;
বিস্তারিয়া কহ তাঁরে সংগ্রামবারতা,
এ ঘোর সঙ্কট মোর : রহিনু কাননে

১৭। মহাদেবী—দেব মাতা জানো (Juno)
১৮। জগদীশ্বর--দেব পিতা জুপিটার (Jupiter)

তব প্রতীক্ষায় আমি ; আর না পশিব
পাপপুরে, প্রতীকার যদি না সম্ভবে।"
নমিয়া দেবীর পদে উঠিলেন মায়া
অম্বরে, কলম্ব যথা ধায় মহাবেগে ;
উজলিল বনস্থলী চারু দিব্যালোকে !
মায়ারে বিদায় করি বসিলেন দেবী
মনোদুঃখে অধোমুখী একাকী কাননে।
কত ক্ষণ পরে আসি নমিলা চরণে
বিমলা ; বিমল বহে লাবণ্য লহরী
শ্রীঅঙ্গে, নয়নে শোভে কৌমুদীর রেখা !
শুধাইলা মহাদেবী মৃদু সম্ভাষণে
বিমলারে—"কোথা হতে আইলি বিমলে
আসিয়াছি কত ক্ষণ দেখি নাই তোরে ;
নিতি নিতি তোর মুখে মধুর সঙ্গীত
শুনি এ কাননে ; আজি দেখিনু নীরবে
নিদ্রিত কানন ভূমি তোর লো বিহনে।"
কহিলা বিমলা মৃদু কল কল নাদে.
"নিত্য নিত্য শুনি দেবি, বারিধিকল্লোল
মহারবে, গিয়েছিনু সাগরসঙ্গমে
তেঁই আজি ; দেখিবারে কোন্ দেব সহ
যুঝেন বারিধিদেব এহেন বিক্রমে !
দেখিনু বিচিত্র লীলা,—চিত্রপটে যথা

চিত্রলেখা — ভাসিতেছে উজানিসলিলে
পোতশ্রেণী ; বহে তাহে গভীর কল্লোলে
জনস্রোত — জলস্রোত ছিদ্রপথে যথা !
শুধাইনু জলেশ্বরে, 'কি কারণে দেব,
পরিলা বিশাল বক্ষে ও কলঙ্করেখা ?'
আক্ষেপি কহিলা সিন্ধু 'হায় লো বিমলে,
নাহি জানি কোন্ দোষে এ ঘোর লাঞ্ছনা !
কে পারে যুঝিতে বল, এ তিন ভুবনে
আমার বিক্রম সহ ? প্রবল পবনে
তুচ্ছি সদা, ইচ্ছি যদি পারি লো গ্রাসিতে
ধরাতল, কত ক্রোধে কত পরাক্রমে
যুঝি আমি, কিন্তু নাহি পারিলো হেলিতে
এ ক্ষুদ্র মানবলীলা ! নিশ্চয় বুঝিনু
বিধাতার লীলা ইথে হায় লো বিমলে !'
"জলেশসকাশ ত্যজি গিয়েছিনু দেবি,
হেলেনায় — হেন খেলা যে খেলে জগতে !
আচম্বিত দেখি দেবি, দেখি নাই যাহা
তিনলোকে — নাহি মাত্র পুরুষ সে দেশে !
রাজাসনে বসে রাণী, পাত্র মিত্র যত
অবলা, শোভিছে শত উগ্রচণ্ডারূপে
ভীমা রামা দৌবারিক ভীম দণ্ড করে !
পথ ঘাটে দেখি শুধু নাগরীর খেলা।

দুর্গ মাঝে—দুর্গা যেন দৈত্যের সমরে,
সাজিয়াছে বামাকুল সেনানীর সাজে!—
কবচে কবরী আঁটা, শোভে কুচযুগে
মহাঢাল, পদে পরা লৌহের পাদুকা,
কটিতটে অসি, বামা গরজে হুঙ্কারে,
গরজে বিবরে যথা কাল ভুজঙ্গিনী
মহাক্রোধে! তুষিছেন হেলেনাঈশ্বরী,
মহাআয়োজনে পূজা কণকমন্দিরে;
পুরনারী পুরোহিত, বাজায় বাজনা
পুরবালা, পুষ্পমালা শোভিত উরসে!
ললনার রাজ্যরূপে শোভিছে হেলেনা ;
ধ্বনিলেন মহাদেবী—"ধন্য ধন্য তুই
লো হেলেনা, ধন্য তোর পুত্র কন্যা যত!
খেলিলি সমরখেলা তুই নরলোকে!"
ত্বরিতে অম্বরপথে উঠিলেন মায়া;
সহস্র মরীচি যথা ধায় বায়ুপথে!
মহাবেগে! অতিক্রমি বায়ব সাগরে
উতরিলা শূন্যপথে, শোভিত যেখানে
গ্রহ, তারা, সোম, সূর্য্য কিরণমণ্ডলে;
কেহ জ্বলে ধক্ ধক্, ধায় কেহ বেগে

৭। হেলেনা ঈশ্বরী—মিনর্ব্বাদেবী।

১৬। সহস্র মরীচি—সহস্রকিরণ রেখা।

কক্ষপথে, চক্র সম কেহবা ঘূর্ণিত
অবিরাম, দীপ্তিরাশি ছোটে চারিভিতে!
দেখিলা পশ্চিমে দেবী নীলাম্বুউরসে
মহাদেশ, মহোজ্জ্বল সৌরকরজালে!
দেখিলা দক্ষিণে দূরে ধক্ ধক্ জ্বলে
মরুভূমি; বালুরাশি উড়িছে গগনে,
শত শত মরীচিকা খেলে নানা খেলা
তুঙ্গ পিরামিডদেহে! ভূধরশিখরে
দোলে যথা বাবেলের উদ্যান সুচারু!
দেখিলা পূরবে দেবী মেঘমালাভেদী
বিচিত্র দেউল রূপে হিমগিরি শ্রেণী!
মণিশ্রেণী শোভে শিরে, রজতের ধারা
ধীরে বহে ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, ভাগিরথী!
কণকপ্রদীপ সম শোভিছে উত্তরে
সুরম্য সুমেরুশৃঙ্গ সুমেরু সাগরে,
একটি নক্ষত্র যথা গোধূলি ললাটে
দীপ্তিমান্! কতক্ষণে উত্তরিলা মায়া
মহাযোগরত যোগমায়ার মন্দিরে।
হায়রে, সে রম্যদেশে নাহি মৃত্যু জরা;
নাহি দিবারাত্রিক্রম, বিরাজে নিয়ত
গগনে নূতন ভানু, কালের পর্য্যায়

৯। বাবেলের উদ্যান সুচারু—বাবিলনের শূন্য উদ্যান।

নাই সেথা; সুশোভিত বসন্ত সতত,
যোগায় অমৃতরাশি তরু গুল্ম লতা
থরে থরে. জীবকুল ভুঞ্জে মনসুখে ;
সকলি অমর সেথা ; শান্তিময় পুরী,
অমর বাঞ্ছিত আহা, তেঁই সে অমরা !

বসেছেন জগন্মাতা মহাযোগাসনে
অনন্তযোগিনীরূপে মুদ্রিত নয়নে.—
মহেশের পদপ্রান্তে মহেন্দ্রাণী যথা !
প্রণমিলা মায়াদেবী পড়িয়া ভূতলে।
নয়ন মেলিলা মাতা, সুধাইলা ধীরে—
(আরক্ত নয়ন দুটি শোভিল ললাটে
যুগল অরুণ যথা উদয়শিখরে)
" হালো মায়া, কি লাগিয়া আইলি এ পুরে ?"
কৃতাঞ্জলিপুটে মায়া কহিতে লাগিলা—
"পাঠাইলা এ দাসীরে ত্রিদশঈশ্বরী
মহেশ্বরি, নিবেদিতে ও রাঙ্গা চরণে
ইলিয়ম হেলেনার বিগ্রহ বারতা,
দেবীর যতেক দুঃখ ! হায় মহাদেবি,
কি কহিব, পশিয়াছে প্রবলবিক্রমে
অনন্ত কটকরাশি ইলিয়মপুরে ;
রক্তময় ইলিয়ম বিগতমাধুরি ;
বহিছে রুধির ধারা প্রবাহিনী রূপে !

দেখিয়াছি মহাদেবি, বিন্ধ্যাচলাশ্রমে
বিন্ধ্যবাসিনীর রণ, লঙ্কাপুরে কিবা
রাঘবের মহাযুদ্ধ লঙ্কেশের সহ,
দেবদৈত্যমহাহব ; দেখিনাই কভু
এ হেন সংগ্রামঘটা কিন্তু এ জীবনে !
ছাইয়াছে ধরাতল অস্ত্রের ফলকে,
কাঁপিছে অম্বর অম্ব ; কোদণ্ডটঙ্কারে !
ইলিয়ম বীরবৃন্দ সংহত সমরে ;
কাঁদিছে ত্রিদশ শোকে, বিবশা আপনি
সে শোকে ত্রিদশেশ্বরী ত্যজিলেন পুরী !
কহিলেন মহাদেবী দাসীর সকাশে—
‘ করেছে যে মহা পাপ পারিস দুর্ম্মতি
হরিয়া পরেরদার দিয়েছে যে কালী
কলঙ্কবিহীন কুলে, মজিবে সমূলে
সে পাপে প্রায়ামবংশ, ত্রিদশ ভাসিবে
রক্তস্রোতে, এ কুযশ ঘোষিবে জগতে !
কিন্তু মায়া, আশ্রিত যে, থাকে কি তাহারে
আক্রোশ ? ছায়ারে রোষে পদাঘাতে কেবা ?
মহাভক্ত ইলিয়ম, মহাঅনুরাগে
পূজে নিত্য শত শত রত্ন উপহারে ;
কেমনে পাসরি বল্ ত্রিদশের স্নেহ ?
এসেছে মন্দিরে আজ বালা শত শত

ইন্দুমুখী, অশ্রুবিন্দু অপাঙ্গে ঝরিছে ;
মলিন প্রফুল্লমুখ ; শীর্ণ দেহলতা,
বনলতা যথা বনস্পতির বিহনে !
পতিশোকে কাঁদে বালা লুটায় ভূতলে
হাহাকারে ; কাঁদে শুনি কানন, বল্লরী,
বিহঙ্গম, গ্রহতারা, করুণা উচ্ছ্বাসে ;
সে ঘোর ক্রন্দনরোল না পারি শুনিতে,
নিশীথে আইনু তেঁই এ দূর বিপিনে !
যাহ মায়া ত্বরা করি জননী সকাশে,
ধ্যানে মুগ্ধ মহাদেবী জগতজননী,
পূজেন জগদীশ্বরে সুমেরুশিখরে।
বিস্তারিয়া কহ তাঁরে সংগ্রাম-বারতা,
এ ঘোর সঙ্কট মোর ; রহিনু কাননে
তোর প্রতীক্ষায় আমি, আর না পশিব
পাপপুরে, প্রতীকার যদি না সম্ভবে। ”
উত্তরিলা জগদম্বা গদগদভাষে—
“জানি আমি হা লো মায়া, সে সব বারতা।
সুবিশাল বিশ্বধামে নহে অবিদিত
কোন তত্ত্ব, বৃক্ষপত্র নড়ে যদি কোথা
জানি আমি, ধরিয়াছি এ জীবন বাছা,
জীবের মঙ্গলহেতু। কহিস্ এ কথা
তনয়ারে, এ পরাণ কাঁদে লো নিয়ত

মহাভক্ত ইলিয়ম জনশূন্য হেরি !
বিধির বিধান কিন্তু কে পারে লঙ্ঘিতে,
ইলিয়ম ভস্মশেষ হবে এ সমরে !
ত্রিদশের মায়া ছাড়ি, কহ তারে মায়া
আসিতে অমরপুরে, যাহ ত্বরা করি।”
ত্যজিয়া অমরাবতী চলিলেন মায়া
মর্ত্ত্যধামে; দীপ্তিরাশি খেলে নভস্তলে।
রঞ্জিত গৃধিনী যথা বসে দ্রুতগতি
বেলা ভূমে, সেইরূপ বসিলা আসিয়া
ত্রিযামা যামিনীশেষে বিমলাপুলিনে।
সুধাইলা শিরে ধরি ত্রিদশঈশ্বরী—
“লো মায়া, কহ লো ত্বরা মায়ের বারতা।”
উত্তরিলা মায়াদেবী দেবীর বচনে—
“পূজিছেন জগদম্বা জগতঈশ্বরে
মহাযোগে; মহাব্রতে জীবের মঙ্গলে;
আদেশিলা মহাদেবী ত্যজিতে সত্বরে
এ পুরী; বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে,
ভস্মশেষ ইলিয়ম হবে এ সমরে !”
কহিলেন মহাদেবী—“সাঙ্গ এতদিনে
মর্ত্ত্যলীলা, কিন্তু হায় সহেনা মরমে !”
ত্রিদশের এ দুর্দ্দশা, এ কুযশ লোকে !”

—※—

পঞ্চম সর্গ।

এই কি সে দেশ আহা এই কি সে দেশ!—
সুন্দর নন্দনবন, সাহিত্যের খনি,
কল্পনার রঙ্গভূমি, বিনোদভাণ্ডার?
কবিতানিকুঞ্জবনে দেবর্ষি যেখানে,
মাতিয়া গায়িতা গীত অনন্ত সুস্বরে
ত্রিতন্ত্রীনিস্বনসহ, মূর্ত্তিমতী হয়ে
ছত্রিশ রাগিণী যথা রাগ তানে মিলি
আনন্দে করিতা কেলী আপনা পাসরি,
পাসরি অলকা ধাম অমরবাসনা!

কোথা সে অযোধ্যা আর্য্য গৌরবের ভূমি?
কবিগুরু বসি যার কুসুমকাননে,
কাব্যপারিজাততরু রোপিলা কৌশলে!—
যার পুষ্প অবচয়ি গাঁথি ক্ষুদ্র মালা,
মানব যশস্বী কত ভবরঙ্গভূমে!
হায়রে সে পঞ্চবটী, সীতা পতিব্রতা,
হেন রাম গুননিধি,—অপূর্ব্ব রচনা!—
এ হেন করুণাচ্ছবি কে পারে চিত্রিতে?

কোথা সেই ইন্দ্রপ্রস্থ হিমাদ্রিতনয়া
কালিন্দীর কণ্ঠভূষা— ইন্দ্রালয়াধিক?

গায়িতা জীমূতমন্দ্রে কবীন্দ্র যেখানে,
বীরেন্দ্রর কীর্ত্তিরাশি অতুল জগতে!
কোথা ভীষ্ম, কোথা দ্রোণ, কোথা যুধিষ্ঠির
কোথা সে দ্রৌপদী সতী, বিক্রমকেশরী
অভিমন্যু? কোথা সেই ভবমনোলোভা
সুন্দর বিরাটসভা?—যার চারুশোভা
কে পারে বর্ণিতে—কেহ পারে কি চিন্তিতে?—
কল্পনা নহেরে যার সদা আজ্ঞাকারী!

নাই সেই উজ্জয়িনী; বিলুপ্ত আঁধারে
নবরত্ন, ভারতের কুন্তলভূষণ,
ভবের গৌরব; প্রাণ কাঁদেরে স্মরিতে!
নাই সে বসন্ত, নাই সেই পিকরাজ;
স্বভাবের ফুলবনে মনোরঙ্গে ভ্রমি
কে সিঞ্চিবে নবরস, অমৃত সিঞ্চনে?
কে তুলিবে অতুলনা মধুর কাকলি
গভীর পাতালপুরে, সুদূর জলদে?
মন্ত্র মুগ্ধপ্রায় কেরে কাঁদাবে জগতে!

আর কি বাজেরে আহা, শ্যামের বাঁশরী
নিভৃতে কদম্বমূলে, নিকুঞ্জনিবাসে?
নব কাদম্বের রবে যথা কুরঙ্গিনী,
নাচে কি সে স্বর শুনি ব্রজকুলাঙ্গনা?

। জীমূত মন্দ্র — মেঘগর্জ্জন।

নাই সে শরৎ, নাই সে সুখের নিশি!
শশধরসহবাসে আর কি হাসিবে
কুমুদিনী, কালিন্দীর কম কলেবরে?
নীরব মথুরা, দারা! গোকুললহরী
আর কিউঠিবে কভু ভারতভবনে?
আর কে গায়িবে, কত শত বর্ষ পরে
সে মধুর প্রেমগাত? আর কি শুনিবে
সুষুপ্ত ভারতী তাহা স্মৃতির স্বপনে?
কি লিখিতে কি লিখিলি রে পোড়া লেখনি,
এ তোর দুঃখের গীত কেনরে গায়িলি
অকালে? কাঁদিছে বঙ্গ ঘোর হাহাকারে
মধুসূদনের শোকে; কাঁদেরে যেমতি
মধুবন মধুবিনে! কেনরে কাঁদিলি?
পুনঃ এ শোকের ঝড় কেনরে উঠালি?
চল্ দোঁহে শুনি গিয়ে কল্পনার মুখে—
কেমনে কাঁদিলা দুঃখে সাগরবাসরে
ত্রিদশের রাজলক্ষ্মী ত্রিদশ ছাড়িয়া।
গাইব নূতন গীত নব রসে ভাসি,
এ পোড়া পুরাণ কথা কেনরে লিখিলি?
কমলআসনে বসি কাঁদেন কমলা.
জলতলে; কোটি কোটি রত্নরাশি যথা

৪। গোকুল লহরী —বৃন্দাবনের সঙ্গীতলহরী।

প্রভাময়! চারুশোভা জলেশের পুরী!
কি ছার কুবেরপুরী, ইন্দ্রপ্রস্থ কিবা;
কি গৌরব ইন্দ্রালয়ে পারিজাত ফুলে!—
ধারা বহে দুনয়নে, বাহিত যেমতি
সুন্দর শিশিরধারা অয়স্কান্তদেহে!
ত্রিদশের শোক স্মরি কাঁদে সিন্ধুপুরী!
শায়িত কমলাকান্ত অনন্তশয়নে;
মহাতন্দ্রাবেশে দেব সতত নিরত
ভাবনায়, ভবদুঃখ সংহারিতে হরি!
জাগিলা ইন্দিরানাথ; ইন্দীবর আঁখি
মেলিলা; কাঁপিল সিন্ধু, উঠিল লহরী,
নড়িল অনন্ত ফণী, জ্বলিল কুন্তলে
মণিজাল, অগ্নিশিখা বহিল নিশ্বাসে!
কহে রমা "হৃষীকেশ, কি সুখে নিদ্রিত
অনুদিন? কোন ক্রমে নারিনু বুঝিতে
একি খেলা! অভাগিনী নারিনু বঞ্চিতে
দুটী দিন কোন পুরে; পুড়ি মনস্তাপে!
কি দোষে কমলা কহ চঞ্চলা ভূতলে?
সত্ত্বরজঃতমঃগুণে হয় নাকি দেব
সামঞ্জস্য? এরহস্য বুঝাও দাসীরে!
জানি আমি, চতুর্ম্মুখ মত্ত বেদগানে

১। জলেশের পুরী—বরুণালয়।

অবিরাম ; চারিহস্তে খেলে শিশুখেলা।
মদমত্ত ভোলানাথ,—মদমত্ত যথা
কুঞ্জর, অকালে দলে কলিকার শোভা !
ক্ষমহ দাসীরে নাথ, সত্য ভাষে যদি,
সৃষ্টি-স্থিতি-হেতু তুমি অনন্ত শয়নে
নিদ্রাগত ! জীবলোক বাঁচিবে কেমনে ?
নাহি জানি ধর্ম্মমর্ম্ম আমরা অবলা,
কেবল বিকল প্রাণ ধরাদুঃখ হেরি।
কহ কোন্ দোষে নাথ, হেন বিড়ম্বনা
ত্রিদশের, ভস্মময় মন্দিময় পুরী !”
ঈষৎ হাসিয়া ধীরে কহিলা মুরারি,
“বৃথা অনুযোগ প্রিয়ে, দেব পঞ্চাননে,
বিধাতারে, এদাসেরে বৃথা এ গঞ্জনা।
দেবভক্ত ইলিয়ম, ত্রিদশের পতি
ধর্ম্মনিষ্ঠ, ইষ্ট তার হবে এ সময়ে।
জনমি কণ্টকতরু চন্দনকাননে
নাশে বন, কিন্তু শুষ্ক সুগন্ধ চন্দনে
দেবতা ধরেন শিরে ; পারিস দুর্ম্মতি
হরিয়াছে পরদার, এই মহাপাপে
মজিবে ত্রিদশ, শেষে যাবে স্বর্গপুরে।”
উঠিল গভীররোল ঘনঘটারোলে ;

৫। সৃষ্টি-স্থিতি-হেতু—সৃষ্টিরক্ষার মূল।

কাঁপিল সাগরবক্ষ; কাঁপে সিন্ধুপুরী।
সোদরারে সম্বোধিয়া কহিলা ইন্দিরা,
"এ কোন্ বিপুল ঘটা কহ লো বিপুলে!"
উত্তরিলা সিন্ধুসুতা "উঠিয়াছে দিদি,
গভীর দুন্দুভিধ্বনি হেলেনাশিবিরে;
প্রমত্ত বীরেন্দ্রবৃন্দ আনন্দ উৎসবে
(সংগ্রামে বিজয়ী সবে) দিবাঅবসানে,
পূরিয়াছে অন্তরীক্ষ জয় জয় নাদে।
চল আজি দেখিগিয়া কেমনে বিরাজে
হেলেনার সৈন্যবল, অতুল ভূতলে!"
গভীর যামিনীযোগে চলিলেন দোঁহে
ভূতলে, সাগরভেদি উঠিলা ত্বরিতে।
দেখিলা শিবির শোভে সাগরপুলিনে,—
শোভে যথা মহাগিরি বিশাল প্রান্তরে
অগ্নিময়, আলোরাশি জ্বলে ধক্ ধকে!
কতক্ষণ পরে আসি পশিলা ইন্দিরা,
বিপুলারে সঙ্গে করি হেলেনা শিবিরে
অলক্ষিতে; পশে যথা চন্দ্রকরলেখা
ছিদ্রপথে বায়ুসহ মণিময় গেহে!
চমকি চাহিলা দেবী শিবিরপ্রাঙ্গনে

৩। বিপুলা—সাগরদুহিতা।

১৮। চন্দ্রকরলেখা—চন্দ্রের কিরণরেখা।

দেখিলা অপূর্ব্বদৃশ্য ! অশ্ব শত শত
হেষে ঘন, খেলে শুণ্ডী শুণ্ডের তাড়নে ;
শোভে দূরে অস্ত্রাগার, অস্ত্ররাশি তাহে
ভাস্বর—ভানুর ভাতি প্রদোষগগনে !
লোহের নিগড়ে রুদ্ধ বন্দী শত শত
বন্দীগৃহে, রুদ্ধ যথা আনায় মাঝারে
ভীষণ শার্দ্দূলযূথ ! পড়ি ধরাসনে
গভীর চীৎকারে কেহ আহত সমরে।
প্রতি গৃহে গৃহে দেবী পশিলা আপনি
ছায়ারূপে ; দেবমায়া কার সাধ্য বোঝে !
লইয়া প্রচণ্ডঅসি, প্রকাণ্ড মূরতি
প্রহরী দাঁড়ায়ে দ্বারে ; ঐরাবত যথা
বিস্তারিয়া মহাদন্ত বৈজয়ন্তপথে।
নিদ্রাগত বীরকুল ; করীকুল যথা
দলিয়া কমলবন নিদ্রিতঅলসে
কন্দরে ; কাতর সবে সংগ্রামের শ্রমে।
শিরসি উষ্ণিশ শোভে, শোভে কক্ষতলে
মহাঢাল, পৃষ্ঠে তূণ, অসি কটিতটে,
শূল হস্তে,—শূলপাণি শ্মশান শয়নে !
নীরব বীরেন্দ্রালয় ; নীরব যেমতি

২। শুণ্ডী—হস্তী। ৬। আনায়—জাল।
১৩। বৈজয়ন্তপথে—স্বর্গদ্বারে।

কাদম্ব, দম্ভোলীকুল পড়িলে ভূতলে।
বহে ঘোর মহাশ্বাস; শ্বাসায় যেমতি
ফণীন্দ্র অনন্তমুখ অম্বুধিউদরে।
অকস্মাৎ উঠে কেহ ঘোর হুহুঙ্কারে
সাপটিয়া মহাশূল, পদাঘাতি ভূমে;
মেলিয়া নয়ন শূর নিদ্রিত অমনি!
কেহ করে ঘন ঘন বিকট ভ্রূকুটি;
বহিছে অপাঙ্গে কারো দর দর ধারা!
প্রমত্ত বীরেন্দ্রবৃন্দ স্বপনসংগ্রামে;
হাসিয়া পুলকে কেহ চাহে ঊর্দ্ধমুখে!
  বাহিরিয়া গৃহদ্বারে কহিলেন রমা,—
"অপূর্ব্ব দেখিনু আজি মানবের লীলা!
মত্ত সুরদল যবে অসুরসংগ্রামে,
দেখি নাই হেন ঘটা; রাখিলা হেলেনা
ভূতলে অতুল কীর্ত্তি হায় লো বিপুলে!"
  ইন্দিরার করে ধরি কহে সিন্ধুসুতা
"চল দিদি, দেখি গিয়া উত্তর দুয়ারে
হেলেনার অধীশ্বরে; পুষ্পবনে যথা
পুষ্পরাজ! রাজসভা ত্রিদিবসুষমা।"
  চারুচন্দ্রাতপতলে রত্নাসনে বসি
অগ্রদেব উগ্রমূর্ত্তি; শৃঙ্গবর যথা

২১। অগ্রদেব—Agamemnon. হেলেনার অধিপতি।

অনন্ত রতনভূষা নীলাম্বরতলে !—
নয়ন কপোলে জ্বলে সৌরকরমালা।
সম্মুখে সচিবশ্রেষ্ঠ দেবমন্ত্রীরূপে !
চারিভিতে শত শত রাজন্য শোভিছে
সুসজ্জিত ; শোভে যথা বরষারজলে
ফুলকুল, বীরকুল তাসবার মাঝে।
সহস্র প্রহরী জাগে প্রহরণ করে
বহির্দ্বারে ; শেল শূল মুদ্গর তাড়নে
উঠিছে বিকট শব্দ নিস্তব্ধ গগনে !

কতক্ষণে কহিলেন হেলেনার পতি,
"কুক্ষণে পশিনু মোরা এ দুরন্তরণে,
কুক্ষণে আইনু মোরা ছাড়ি জন্মভূমে
বিদেশে, পুষ্কর ছাড়ি মীনদল যথা ;
অবলার রাজ্য এবে হায় রে হেলেনা !
শিশিরের শেষে যথা ঝরে একে একে
পত্রচয় তরুহতে, ঝরিল তেমতি
হেলেনার সৈন্যবল দুর্ব্বার সমরে !
কিলয়ে ফিরিব মোরা কহ জন্মভূমে,
প্রবোধিব কোন্ বাক্যে হায় তাসবারে,
বিশ্বাসি অর্পিলা যারা আমাদের করে
জীবনসর্ব্বস্বধনে ; অর্পয়ে যেমতি
পুষ্পতরু শিরশোভা কুসুমরতনে

স্রোতজলে ; বিসর্জ্জিনু সে চারু রতনে
অকালে জন্মের তরে সমরসাগরে !
লণ্ডভণ্ড ইলিয়ম, লণ্ডভণ্ড যথা
রম্ভাবন মহাবাতে ; বিপুল বিক্রমে
যুঝে তবু ভগ্নকটি আশীবিষ সম
মহাক্রোধে ! কতদিনে ঘুচিবে যন্ত্রণা,
বীরকুলোত্তমকুল কোন্ মন্ত্রে কহ ?”
নীরবিলা অগ্রদেব, নীরবে যেমতি
বারিদ, বহিল বারি যুগল নয়নে ।
নীরবে বীরেন্দ্রকুল চাহে মুখপানে ;—
ফুটিল কমলকুল সহসা কাননে !
আবার, কহিলা দুঃখে হেলেনার পতি
আক্ষেপি, “কুক্ষণে মোরা পশিয়াছি রণে !
বীরকুলোত্তমকুল, বুঝিয়াছ সবে
ত্রিদশের পরাক্রম ; অমর স্তম্ভিত
যার বলে, হতবল এ দুরন্ত রণে
হেলেনার বীরদর্প, অতুল ভূতলে !
জয় পরাজয় কথা—বিধাতার লিপি—
নাহিজানি ; অদৃষ্টের পরীক্ষা পশ্চাতে !
কিন্তু দুঃখ, আত্মদ্রোহে মজিনু আমরা
অকালে ! অমরবৃন্দে সহজে জিনিয়া,
লভিলা অমরাবতী অসুর দুর্ব্বল

ঐক্যবলে; অমঙ্গল আনিনু ডাকিয়া
আমরা, অখ্যাতি ঘোর রাখিনু জগতে।
মহাবীর অক্কিলিস আথিনীর পতি,
লক্ষবলে বলী শূর, অক্ষৌহিণী সম
পরাক্রমে! কোন্ দুঃখে বিমুখ সংগ্রামে?
কুলরীতি—কোন বীরে না করি আমরা
সেনাপতি, যুঝি নিজে সম্মুখ সংগ্রামে
পঞ্চদিন; মনদুঃখে ত্যজিলেন বলী
শিবির, বিপক্ষ যুঝে দ্বিগুণ সাহসে।
সুনাশন, অজয়াখ্য, যাহ দোঁহে ত্বরা
বীরেন্দ্র শকাসে; লহ কিরীট, চন্দন,
মাল্য, অসি; আজি হতে বরিলাম শূরে
সেনাপতি পদে; কহ এ মোর মিনতি—
"হেলেনার বল বীর্য্য সংহত সমরে
শূরেন্দ্র! বীরেন্দ্র তুমি, তব বলে বলী
অমরা, অমরবৃন্দে অবহেলি রণে।
নরকুলোত্তম তুমি; নহে অবিদিত

---

(৩) অক্কিলিস—হেলেনার বীরশ্রেষ্ঠ Achilles.
(৩) আথিনী—আথেন্স রাজ্য Athéns.
(১০) সুনাশন—হেলেনার অন্যতর বীর Nestor.
(১০) অজয়াখ্য—হেলেনার অন্যতর বীর Ajax.
১৪। সংহত শব্দ মিলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে নিহত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

পরাক্রম বীর্য্য তব, হেলেনার পতি
কুলধর্ম্ম রক্ষা হেতু, নারিলা বরিতে
সেনাপতিপদে তোমা পঞ্চ দিবা রণে।
ক্ষমদোষ, পশি রণে কটাক্ষে নাশিয়া
দ্বিষদ, কুযশ শূর, ঘুচাও সত্বরে।'—
ইথে যদি দেবাত্মজ নহেন সম্মত
যুঝিতে ; বুঝিনু, নাহি বিজয়ভরসা
এ রণে! শূরেন্দ্রকুল, কিকাজ যুঝিয়া,
সাজি বীরসাজে কিম্বা ? চল যাই দেশে।
খসে যথা তারাদল উল্কারূপ ধরি
অকালে, পড়িল রণে তেমতি অকালে
হেলেনার বীরকুল! কি কাজ নাশিয়া
অবশিষ্টে, ইষ্টসিদ্ধি অসম্ভব যদি ?
হারাইনু হেলেনারে অকূল সাগরে
হেলেনার দর্প সহ, হায়রে অকালে!"
পরিহরি রাজগৃহ চলিলা ত্বরিতে
হরিপ্রিয়া, বায়ু সহ দক্ষিণ দুয়ারে।
দেখিলেন, মহারথী মহারুদ্ররূপে
মহাযোগধ্যানে রত মুদ্রিত নয়নে ;
ভূতলে আসীন শূর, শোভিত ললাটে

(৬) দেবাত্মজ—অকিলিস।
[১৮] মহারুদ্র—মহাদেব।

চন্দন, চপলা যথা ঘনবরশিরে !
শর, ধনু, শেল, শূল, ভিন্দিপাল, অসি—
খরতর অস্ত্ররাশি,—সজ্জিত সম্মুখে।
কহিলা বিপুলা “দিদি, দেখলো আইলা
ইলাদেবী পুত্র পাশে, লুকাইব মোরা
অন্তরালে, মাতা পুত্রে শুনিব মন্ত্রণা„।
বসিলেন ইলাদেবী চরণ প্রসারি ;
করহতে নামাইয়া রাখিলা ভূতলে
শর ধনু, ইন্দ্রধনু ভানুকরে যথা
ভাস্বর ! আদরে দেবী বসাইলা ক্রোড়ে
পুত্রধনে, শৃঙ্গবর শোভে সিন্ধুজলে !
আদরে চুম্বিয়া শিরে কহিলেন দেবী ;—
“বাছারে, মায়ের ব্যথা পার কি বুঝিতে ?
কত যে ভাবিনু আমি পাঠাইয়া রণে
তোমাধনে, ভাবে যথা কৌশল্যা মহিষী,
পাঠাইয়া পুত্রধনে তারকাসমরে।
মহাবলী হিরণ্যক, হিরণ্যকশিপু
রক্ষঃ যথা, নাহি রক্ষা, যে চাহে গজিতে
সংগ্রামে তাহার সনে যক্ষ রক্ষঃ সুরে !
পূজিয়াছি মহেশ্বরে পর্ব্বত কন্দরে
সপ্তাহ ; যাহ রে বাছা, দেখিবে সে পুরে,

[৫] ইলাদেবী—অকিলিসের জননী থীটিস দেবীর কল্পিত নাম Thetis

গভীর বাহিনী বহে নয়নের নীরে
অভাগীর! তপস্যায় তুষ্ট দেবদেব
দিলেন অক্ষয় ধনু; লহরে বাছনি
ধনু শর, এর শরে বধহ নিমেষে
মহাবলী হিরণ্যকে অক্ষত সমরে।
হরকার্ম্মুকের বলে ভৃগুরাম যথা
সংহারিলা ক্ষত্রকুলে, তেমতিরে তুমি
ইল্লিয়ম বীরকুলে সংহার সমূলে।"
নমিয়া মায়ের পদে কহিলেন বলী;—
"জননি, ক্ষমহ দাসে; নাহি ইচ্ছি আমি
দেবঅস্ত্র; দেববল তোমার প্রসাদে
ধরি দেহে, জন্মিয়াছি বীরকূলে যবে।
ডরে কি প্রকৃত বীর বীরপ্রসবিনি,
যুঝিতে অমর সহ? এ মর ভুবনে
কেনা মরে? মরি যদি, যাব মোক্ষপুরে।
অক্ষয় কবচ বীর ধরে বক্ষ মাঝে
সাহস; হে সুরেশ্বরি, কোন্ প্রয়োজনে
এ কার্ম্মুক, হেন শর এ ক্ষুদ্র সমরে?
তব আশীর্ব্বাদে মাতঃ পশিব সমরে;
দলিব অরাতিদলে, হিরণ্যক শূরে
সংহারিব; হরিবর করীন্দ্রসমরে

[২] দেবদেব— যুপিটার।

ধায় যবে, বাঁধে কি গো ছুরিকা নখরে!
আপনার বলে বলী যে জন ভূতলে,
শূরশ্রেষ্ঠ সেই মাতঃ; পূজে সুরদল
তার পদ, পরবলে কি পৌরুষ বল!
প্রভঞ্জন ভাঙ্গে বলে প্রকাণ্ড শাল্মলী.
কীটাণুর পরাক্রম প্রকাশে কি তাহে?
করেছি প্রতিজ্ঞা মাতঃ, যুঝিব না আমি
এ রণে; হেলেনাধিপ অবহেলি মোরে,
সাজিলেন সেনাপতি আপনি সংগ্রামে।
দেখিব বিক্রম তাঁর, কোন্ দেববলে
বলবান্ অগ্রদেব? দেখি কি কৌশলে
কেমনে নাশেন শূর এ দুরন্ত রিপু।
যত দিন সেনাপতি রহে এক জন
স্বপক্ষে, বিপক্ষে সহ যুঝিবনা আমি;
একাকী নাশিব শেষে ত্রিদশ সমুলে।"
দক্ষিণ দুয়ার ছাড়ি চলিলা ইন্দিরা
পূরবে; সুমন্দ ভাষে সুধাইলা ধীরে
বিপুলারে, অপরূপ দেখিনু যে লীলা,
কোন্ দেব নররূপে খেলেলো এ খেলা?
জানি আমি, ইলা দেবী পতিপুত্রহীনা
চির কুমারীর রূপে পূজেন নিয়ত
দেবরাজে, হেন সুতে ধরিলা উরসে

কবে ধনী! সুবদনি কহলো ত্বরিতে।”
কহিলা বিপুলা—“দিদি, দেখিলা যে শূরে
দক্ষিণে, বীরেন্দ্র ওই হেলেনাশিবিরে।
অক্কিলিস নামে বীর মকরাক্ষ সম
মহাবলী, ইলাসুত বিখ্যাত ভুবনে।—
শুনিয়াছি জন্মকথা বিমাতা সদনে
অপরূপ! ভৃগুভূপ আখিনীর পতি
(রতিপতি জিনিরূপে) আইলা একদা,
মৃগয়াবিহারআশে কালিন্দীকাননে!
কালিন্দী কানন তুমি দেখিয়াছ দিদি
সিন্ধুকূলে, ফল ফুলে নিত্য সুশোভিত
বনস্থলী, বনদেবী রহেন নিয়ত
মনসুখে সে বিপিনে বাসন্তীর সহ।
মধুমাসে, সুরপতি মজেন যে কালে
উৎসবে, আইলা ইলা পুষ্পআহরণে
সে কাননে, ভৃগুরূপে ভুলিলা ভামিনী।
জনমিল পুত্র তেঁই, ত্যজিলেন ইলা
কন্দরে, পালিলা সিংহী দিব্য রূপে ভুলি!
দেবঅংশে জন্মি শূর দেববলে বলী,
সিংহ সম পরাক্রমে, অক্ষত সমরে।”
কতক্ষণ পরে ধীরে আইলা ইন্দিরা
পূর্ব্ব দ্বারে; দেখিলেন দুর্গ অপরূপ

অস্ত্রে গড়া, শত স্তম্ভ মুশল মুদগরে
রচিত, রচিত ছাদ বর্ম্ম আবরণে,
লৌহের সাঁজোয়া বেড়া, বিশাল কপাট
লৌহ ঢাল, শিরে শোভে ইন্দ্রধনুরূপে
মহাধনু, শরজাল দীপ্তিরাশি মাখা;
ভানুর কিরণরেখা প্রভাতে যেমতি !
ছিদ্র পথে শোভে চক্র, মৎস্যচক্র যথা
পঞ্চালে ; শোভিছে গৃহ অপরূপ সাজ ;
কৌরবের ব্যূহ যথা কুরুক্ষেত্র রণে।
বিস্ময়ে বিপুলা কহে " দেখলো ভগিনি,
অস্ত্রগৃহে শস্ত্রপাণি উজ্জ্বল মূরতি
শূরেন্দ্র, সুরেন্দ্র যথা মেঘআবরণে !
মহাবুদ্ধি, কুটযুদ্ধে অতুল ভূতলে ;
শতরণজয়ী শূর বর্ব্বর সমরে ;
ইথাকার অধীশ্বর উলিসিস নামে
নরকুলেশ্বর ওই বিখ্যাত ভুবনে।"
চলিলা পশ্চিমে রমা। দেখিলা অদূরে
সিন্ধুলীলা, বেগে বহি অনন্ত লহরী
প্রহারিছে মহাবক্ষে উপকূলাশ্রমে।

১৪। বর্ব্বরসমরে— বৈদেশিকযুদ্ধে, প্রাচীন গ্রিকেরা বিদেশীয়দিগকে বারবরিয়ানবলিত।

১৫। উলিসিস—Ulysses.

অম্বুধিরে সম্বোধিয়া কহিলা ইন্দিরা, —
" হে পিতঃ কিখেদে কহ এ ঘোর নিগ্রহ
ইলিয়মে! কত রত্নে সাজায়েছ তারে
রত্নপ্রসূ, কত যত্নে ধরেছ ললাটে ;
শশাঙ্কশেখর যথা ধরেন শিরসি
শশাঙ্কে! দুরন্ত রিপু সংহারে অকালে
তার শোভা! পার নাকি গ্রাসিতে কবলে
এ শত্রু, বারীন্দ্র তুমি বীরেন্দ্র ভূতলে ?
উঠ পিতঃ একবার রাখহ মিনতি,
ঘুচাও কলঙ্ক তব চরণপ্রহারে।"

উড়িছে পশ্চিম দ্বারে সহস্র পতাকা
ছটফটি, মত্ত যথা গগনবিহারে
অজগর শত শত ; শোভে তার তলে
বস্ত্রগৃহ, মণিময় মণিখনি যথা!
দীপ্তিমান্ প্রাতঃসূর্য্য শোভেন যেমতি
আরক্ত অরুণরথে, বসিয়া দুয়ারে
মহাবাহু; বাহু মূলে ধক্ ধক্ জ্বলে
তরবার, অধোমুখী মৌনী মনদুঃখে,
ভীষণ ত্রিশূল শোভে বামেতর করে!
নয়নে ঝরিছে বিন্দু, সুধাকর করে
সুধাবিন্দু! ইন্দু মুখে বিষাদ কালিমা!
কণ্টকিত কভু শূর, কভু কট মট

করিছে বিকট শব্দ দশনঘর্ষণে
ভ্রূকুটি করিয়া কভু সুদীর্ঘ নিশ্বাসে !
বিস্ময়ে ইন্দিরা কহে" কহলো বিপুলে,
এ কোন্ দেবের খেলা পুনঃ এ দুয়ারে ?
মনুষ্যকুলের রত্ন কভু কি সম্ভবে
এ রত্ন. ফোটে কি কভু কণ্টককাননে
পারিজাত ? রত্নগর্ভা কোন্ ভাগ্যবতী
ধরিলা কুমারহেন কুমারে উরসে ?"
উত্তরিলা সিন্ধুসুতা মহা দুঃখভরে,—
" ভগনি, যাহার দুখে মজিলা বিগ্রহে
হেলেনা ত্রিদশ সহ, ওই সে নরেশ
ম্যানিলুস মহামানী রাজন্য সমাজে ;
মনোভব জিনিরূপে : দেখলো চাহিয়া,
বিকচ কমলকলি শুকায় যেমতি
হেমন্তে, বিবর্ণ শূর চিন্তার দাহনে !
অনাহারে অনিদ্রায়—সৌমিত্রি যেমতি—
মহাবাহু মহাতপঃ করেন নিয়ত,
হেলেনা পারিস দোঁহে দিবেন আহুতি
এ জ্বলন্ত ক্রোধানলে, তেঁই এ মূরতি ! "

---

৮ কুমারহেন—কার্ত্তিকের সদৃশ ।
১২ ম্যানিলুস—Manelaus. হেলেনার পতি ।

"হা! ধিক্" স্মরিলা রমা "ধিক্ শত তোরে
হেলেনা, হেলিলি তুই ঐ হেন রতনে!
পাপমুগ্ধা পাপীয়সী! কিংবা এ গঞ্জনা
বৃথা তোরে, ভাগ্যদোষে এ তোর লাঞ্ছনা!
হা বিধাতঃ মনোভবপ্রভাব এমতি,
যোগেশ মহেশ মুগ্ধ মোহিনীছলনে!
কুসুমকানন ছাড়ি প্রবেশে অনলে
পতঙ্গ, কি রঙ্গ তব ভব রঙ্গভূমে!
আইলেন ঊষাদেবী সুশুভ্রবসনা,
বিকাশি লাবণ্যছটা পূর্ব্বদিক্ ভাগে
ধূসর; কিরণরেখা খসে একে একে
সুধাংশুর, খসে যথা শতদল 'হতে
কেশর, কুঞ্চিত যবে দিবা অবসানে।
বহিল প্রভাত বায়ু সর্ সর্ স্বরে,
কাননে ডাকিল শিবা, ডাকিল সরসে
রাজ হংস, রণভেরী বাজিল শিবিরে
ভীম নাদে, ঘন ঘন দামামা দুন্দুভি
ধ্বনিল, বাজিল তুরী মধুর সুরবে;
গর্জ্জিল মাতঙ্গদল, হেষিল তুরঙ্গ;
রথের ঘর্ঘর রোল, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা,
বীরেন্দ্রের হুহুঙ্কারে কাঁপিল মেদিনী
'হেলেনার জয়' রব উঠিল গগনে।

ছাড়িয়া শিবির ধীরে চলিলা ইন্দিরা,
বিপুলারে সঙ্গে করি সাগরবাসরে।
কতক্ষণে পশে দোঁহে জলধির জলে,
পশে যথা মৎস্যরঙ্ক বিমান ছাড়িয়া।
উজলিল রত্নাকর, রত্ন রাশি ভাসি
হাসিল তরঙ্গশিরে খল খল খলে।

ষষ্ঠসর্গ

০৯০

বিগত যামিনীযোগে ধরিলেন ধরা
ধ্বান্তমূর্ত্তি ; স্ফূর্ত্তিহীনা নিশি সীমন্তিনী
ছাড়িলা অপাঙ্গে অশ্রু বিধুর বিয়োগে !
নিদ্রাগত জীবকুল ; কুল কুল রবে
গায়িছে দুঃখের গীত বিমলা সুন্দরী !
নিদ্রিত ত্রিদশ, উঠে থাকিয়া থাকিয়া
আর্ত্তনাদ ; অন্তরীক্ষে শকুনি চীৎকারে ;
কোটরে পেঁচক স্বরে ভয়ঙ্কর স্বরে,—
অলক্ষ্মী বৈরাগ্য দোঁহে করে মহাকেলী !

বাজিল নগরদ্বারে গগন ভেদিয়া
রণভেরী, বীরবৃন্দ জাগিলা হুঙ্কারে ।
জাগিলেন হিরণ্যক ত্রিদশের রবি
মহাতেজাঃ মহাবাহু, রাহুর কবলে
আরক্ত দিনেশ যথা, কাতর সংগ্রামে !
চলিলেন মহারথী শয্যা পরিহরি
প্রাতঃস্নানে, পুষ্পভার বহিল কিঙ্করী
পুষ্পপাত্রে ; কতক্ষণে পশিলা আসিয়া
মহাবলী বিমলার পবিত্র সলিলে ;

হিমাদ্রি-তনয়া-স্রোতে ভাসিলা যেমতি
করীন্দ্র, নগেন্দ্রসুত সিন্ধুজলে কিবা!
উঠিল তরঙ্গমালা গভীর কল্লোলে।
উঠিয়া বসিলা শূর মৃগচর্ম্মাসনে;
পিন্ধন কৌষিক বস্ত্র, কুসুম শিরসে,
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, প্রশান্ত মূরতি;
প্রশান্ত সাগরভালে ত্বিষাম্পতি যথা!
আরাধিয়া ইষ্টদেবে প্রণমিলা বলী
দিবাকরে, যোড়করে কহিতে লাগিলা
বিমলারে:—"পুণ্যবতি, [illegible]
বলী মোরা, অবহেলি [illegible]
ভারতে ভূলোকস্বর্গ করিলা যেমতি
ভাগিরথী; ভাগ্যবতি, এ তিন ভুবনে
ত্রিদশ যশস্বী চির তোমার প্রসাদে
তেমতি; কলুষরাশি নিত্য ধৌত দেবি
তব জলে। কহ মাতঃ কোন্ অপরাধে
ত্রিদশের এ লাঞ্ছনা? হায়রে অকালে!
হায়রে! যে দেহে দেবি পরিয়াছ তুমি
পুষ্পহার, শোভে কিগো ভস্মরাশি তাহে?
উদ্ধারহ মহাদেবি, এ মহাবিপদে

১ হিমাদ্রিতনয়াস্রোতে—গঙ্গাপ্রবাহে।
২ নগেন্দ্রসুত—মৈনাক।

ত্রিদশে ; কুযশ তব ঘুচাও জগতে।”
প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া পশিলেন শূর
অস্ত্রাগারে, অস্ত্ররাশি লইলা ত্বরিতে,—
শিরে পরি শিরস্ত্রাণ স্কন্ধে বিনাইলা
অশ্বপুচ্ছ, লৌহ ঢাল ধরিলা উরসে,
পৃষ্ঠে বিলম্বিত চাপ, শৈবচাপ যথা
ঘনদেহে, পদযুগে লৌহের পাদুকা ;
বামকরে ধরি অসি, দক্ষিণে ধরিলা
মহাশূল ; মঘবান অমোঘপ্রহারী
বজ্রাস্ত্রে সাজেন যথা, সাজিলা তেমতি
শত্রুঘ্ন, চলিলা বাম দেবীর মন্দিরে।
প্রফুল্ল কমলকলি বিকাশি উরসে,
সম্ভাষিতে পান্থজনে সরসী যেমতি
রহে পথপ্রান্তে, শূর দেখিলা সম্মুখে,
ইন্দুমুখী ইন্দুমুখ পুত্রে করি কোলে,
প্রাণেশ উদ্দেশে বসি অস্ত্রগৃহদ্বারে।
অপাঙ্গেগলিতধারা, মুক্তকেশমালা,
নয়নে নিরাশা, মুখে বিষাদকালিমা

৪ ট্রোজানেরা শত্রুর প্রহার নিবারণার্থ যুদ্ধযাত্রাকালে স্কন্ধদেশ অশ্বপুচ্ছে আবৃত করিত।

৯ মঘবান অমোঘ প্রহারী—অব্যর্থ প্রহারকারী ইন্দ্র।

১৫ ইন্দুমুখী—হিরণ্যকপত্নী Andromache.

রাজবধূ; মধুবিনে মধুবন যথা
হেমন্তে! নিশান্তে কিবা নিশাসহচরী
চন্দ্রলেখা! দেখামাত্র বীরেন্দ্র কহিলা;—
"পুণ্যশালে, অলক্ষণ একি দেখাইলা
শুভক্ষণে? হাস্যমুখে পশেন শূরেন্দ্র
সংগ্রামে, মহেন্দ্র ক্ষণ এই তার কাছে!
কাতর কি বীরপত্নী পাঠাইতে বীরে
সমরে? কুলিশ ধায় অসুরসংগ্রামে,
হাসেন চপলা সতী মজিয়া উৎসবে।"
উত্তরিলা ইন্দুমুখী পূর্ণেন্দুবদনা
প্রিয়ম্বদা; —"প্রাণেশ্বর, কাতর কি দাসী
সংগ্রামে? বিমুখ কবে নবীনা যুবতী
উদ্বাহ-উৎসব-রঙ্গে? বীরকুলাঙ্গনা
আমরা, আজন্ম দেব বীরধর্ম্মে রত।
আপনা ভাবিয়া ভীত ভীরু কাপুরুষ
নরাধম! নরোত্তম, কাঁদে এ পরাণী
ত্রিদশের দুঃখ দেখি, ভাবী দুঃখ স্মরি!
নাহি নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষা, নিশার স্বপনে
দেখিনু যে লীলা, প্রাণ বিদরে স্মরিতে!—
"সহসা অম্বরমাঝে বাজিল সজোরে
সহস্র কম্বুর ধ্বনি, কাঁপিল সঘনে
ত্রিলোক, আলোকরাশি বহিল গগনে,

নামিলা অমরবৃন্দ অস্ত্ররাশিকরে
ভূতলে ; ছাইল ধরা অস্ত্রের ফলকে !
ছোটে দূরে গ্রহ তারা, দিগঙ্গনা দূরে
ভাগিল, বহিল ঝড় দিক্ আঁধারিয়া ;
সহসা পূরিল মর্ত্ত্য ঘোর আর্ত্তনাদে !
বহিল রুধিরস্রোত বরষার বেগে
ত্রিদশে, ত্রিদশেশ্বরী নাচিতে লাগিলা,
রণরঙ্গে উন্মাদিনী !— মাতঙ্গিনী যথা
মদমত্ত হুহুঙ্কারে কমলকাননে ;—
নিশ্বাসে বহিল বহ্নি, দহিল নগরে !
জাগিনু ; শুনিনু দূরে গৃধিনী চীৎকারে,
কাককোলাহলে কাঁদে গভীরা যামিনী !
সঘনে কাঁপিল হিয়া, নাচিতে লাগিল
বাম অক্ষি, কুলক্ষণ দেখিলাম যত, —
দেবদণ্ড ! দেবকোপ ত্রিদশ উপরে
নিশ্চিত, নিশ্চিন্ত কহ রহিব কেমনে
পাঠাইয়া আজি তোমা দুরন্ত সমরে ? ”
অপাঙ্গে বহিল ধারা কহে বরাঙ্গিনী ;
“ নরেন্দ্র, দেখ এদেহে নাহি বল রতি,
অনশনে অনিদ্রায় বামদেবীপদ
পূজি নিত্য, পঞ্চ দিন অষ্টাহের গত !

৭। ত্রিদশেশ্বরী—নগরাধিষ্ঠাত্রী বামদেবী।

অনন্ত ভুজঙ্গ নাথ, দংশে এ মরমে
ত্রিদশের দুঃখে, যবে পূর্ব্ব কথা স্মরি!
দেখিব, সত্যই যদি নিদয়া ঈশ্বরী
ত্রিদশে, পশিব দোঁহে একত্র সমরে;
প্রতীক্ষ এ তিন দিন, রাখ এ মিনতি!”

উত্তরিলা মহাবলী;—মহাবলী যথা সিংহলে—
ভাবের স্রোত বহিল হৃদয়ে!
“দয়াবতী তুমি দেবি এ ভব মণ্ডলে,
কণক কমলকলি বীরাঙ্গনাকুলে,
ভাগ্যবতি, বীর্য্য তব অমরবাঞ্ছিত!
কিন্তু কহ, তিনদিন কেমনে রহিব
মৃতপ্রায়, শত্রুমুখে কেমনে শুনিব
ধিক্কার? ফণীন্দ্র কভু পারে কি বঞ্চিতে
বিবরে বংশীর ধ্বনি পশিলে শ্রবণে?
যে তপ্ত অনলশিখা জ্বলে এ উরসে
কারে কব? কে বুঝিবে দেব কি মানবে
এ বেদনা? হীনরিপু অবহেলে রণে!
রাসভের পদাঘাত সহে কি উরসে
কেশরী? এ দুঃখ কহ ঘুচিবে কেমনে!
সত্য যদি ত্রিদশেরে দেবের নিগ্রহ,
কি ফল শুনিয়া কহ সে দুঃখ কাহিনী?
বধির অদৃষ্টে স্মরি কি ফল ফলিবে?

সম্মুখ সমরে পশি কাটিব হরষে
শক্রশির, ভবিতব্যে ভীত কিগো বলী ?
করেছি প্রতিজ্ঞা দেবি, দেবে সাক্ষী করি,
সপ্তাহে নাশিব রিপু, নতুবা মরিব
সমরে, অমরবৃন্দ যুঝেন যদ্যপি
বিপক্ষে, হে বিশালাক্ষি, ক্ষমিব না আজি !”

বিবর বাহিরে যথা গরজে ফণিনী,
ফণীন্দ্র প্রবেশে যবে তুণ্ডিক সমরে ;
বিস্ফারি নয়নাম্বুজ কহে বরাঙ্গিনী ;—
“শূরেন্দ্র, পশগে রণে, সংহার সমূলে
রিপুদলে, প্রতিজ্ঞায় নাহি অব্যাহতি।
বীরকুলাত্মজা মোরা, বীরপত্নী ভবে ;
প্রতিজ্ঞা-পালন-ব্রত পালি প্রাণপণে ;
নাহি ভয় দেবদ্বেষে, না ডরি শমনে,
শোক দুঃখে। কিন্তু দুঃখ এ বড় মরমে—”
এত কহি দাঁড়াইলা পূর্ণেন্দু বদনা
ইন্দুমুখী, অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল,
ঝরে যথা সেফালিকা প্রাতঃসমীরণে !

বরষাউচ্ছ্বাসে যথা ধায় কল্লোলিনী
ছিদ্রপথে কল কল গভীর কল্লোলে ;

৮। তুণ্ডিক—সাপুড়ে। ১১। প্রতিজ্ঞায় নাহি অব্যাহতি—প্রতিজ্ঞা করিলেই পালন করিতে হয়।

কহিতে লাগিলা বালা— " এ দুঃখ মরমে
দুঃখপাশ, আশালতা ছিঁড়িল অকালে!
কার তরে পোড়া প্রাণ রাখিব এ দেহে?
গেলে যদি তুমি প্রভু রহে কি হে মান।
নাহি ইচ্ছি সিংহাসন, তুচ্ছ রাজভোগে
নরেন্দ্র, রাজেন্দ্ররূপে দেখিব তোমারে
দুটি দিন, বড় সাধ ছিল হে অন্তরে।
রাজাসনে বসাইয়া দেখি পা দুখানি,
তুলে দেই অঙ্কমাঝে শশাঙ্ক স্বয়ম্
কুমারে, অরুণে যথা উষা সুহাসিনী
অর্পণ আকাশক্রোড়ে; কিন্তু রে অকালে
ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন ফুরাইল আশা!
হতভাগ্য শিশু তুই! লিখিলা বিধাতা,
হেন কর্ম্মভোগ হায় তোর রে ললাটে!"
এতকহি চাহি বামা পুত্রমুখ পানে,
দাবদগ্ধা মৃগী যথা কাঁদিলা নীরবে!

কাঁদিলেন মহাবলী! ঝরে অশ্রুবিন্দু
ঝর ঝর, শোকসিন্ধু উথলে হৃদয়ে!
স্নেহের বন্ধনে বিধি বাঁধিলা জগতে
অব্যর্থ! সামর্থ্য, তেজ, বিক্রমগরিমা
বিলুপ্ত পরশে তার; কে পারে ছিঁড়িতে
সে দৃঢ় বন্ধনরজ্জু এ ভব মণ্ডলে?

মমতার দাস দেব, কি সাধ্য মানবে !
বিষাদে বিবশ অঙ্গ, পড়িল খসিয়া
শূল, অসি ; মহাশূলী বসিলা ভূতলে ।
কতক্ষণে বীরাঙ্গনা মুছি অশ্রুধারা,
গর্জ্জিতে লাগিলা মত্ত মাতঙ্গিনী যথা
মহাতেজে ; —“ চলশূর পাশব সমরে
তব সঙ্গে, অঙ্গে মাখি তব পদধূলি ;
অবহেলি রত্নহার কণককলাপে*
অস্ত্রসাজে সাজি মোরা পশিব হরষে
বীরাঙ্গনা, ক্ষীণ অঙ্গে নাহি কি শকতি ?
দেহ অসি, দেহ শূল, দেহ সাজাইয়া
রণসাজে, সাজি গিয়ে তাহে উৎসবে ;
স্বামী সঙ্গে সীমন্তিনী দেববলে বলী ! ”
উত্তাল তরঙ্গ তুলি তরঙ্গিনী যবে
খেলে রঙ্গে জলধির অঙ্গ আঘাতিয়া,
ঘন কাঁপে রত্নাকর ; চকিত তেমতি
মহাশূর উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিলা অমনি ;—
“ ধন্য বরাননে তুমি, ধন্য বীর্য্যবতী,
ধন্য তব পতিপ্রেম এ ভব মণ্ডলে !
এ তব মহত্ত্ব দেব পূজেন শিরসি
প্রভাবতি, তব বলে হিরণ্যক বলী !

* কণক কলাপে—স্বর্ণালঙ্কারে ।

কিন্তু প্রাণেশ, তব আজ্ঞা পালিব কেমনে ?
যাইবে সমরে তুমি, হাসিবে হেলেনা
উপহাসে ! হয়েছে কি বীরশূন্যা আজি
ত্রিদশ ? ক্রমশঃ তাহা দেখিবে জগতে ।
প্রমত্ত সুরেন্দ্র যবে অসুরসংগ্রামে,
রহিলেন সুরেশ্বরী নৈমিষ কাননে ;
অমরকলাহে তেঁই পশিল অমরা ।
কি হেতু ত্যজিবে তুমি এ ক্ষুদ্র সমরে
রাজপুরী ? রাজলক্ষ্মি, যাও গৃহে ফিরি ।"
এত কহি মহাশূলী আশু দাঁড়াইল;
শূল হস্তে, শূলী শম্ভু দাঁড়াইলা যথা
দক্ষালয়ে, কক্ষতলে সাপটিলা অসি !
কহিতে লাগিলা বালা গদ গদ ভাষে ;
"প্রাণেশ্বর, যাও রণে, আশীর্ব্বাদ করি ;—
সত্য যদি দেব ধর্ম্ম, ধর্ম্ম যদি থাকে
সতীত্বে, অক্ষয় তুমি হইবে সমরে ।
প্রাণনাথ, এক বার ধরিব উরসে
এস তোমা !" এত কহি প্রসারিলা বালা
করযুগ, চন্দ্রকর বাতায়নে যথা !
সরিলা ত্বরিতে শূর ; অস্তাচলশিরে
দ্রুতপদে রৌদ্র যথা যান পরিহরি
ছায়ারে ! কহিলা বলী সকরুণ বোলে ;—

"ক্ষম প্রিয়ে, কুল ধর্ম্ম—না ছুই আমরা
অবলায়, সাজি যবে সম্মুখ সংগ্রামে।
কিম্বা বৃথা আকিঞ্চন; আলিঙ্গনস্থাবে
বিলাসী উন্মত্ত, শূর সংগ্রামপ্রয়াসী;
তব প্রেমে ক্রীত দাস,—ক্রীতদাস যথা—
পূজিব অনন্ত কাল রাঙ্গা পা দুখানি,
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, থাকি যথা জীবনে মরণে!
যাই প্রিয়ে!" এত কহি চলিলেন বলী
ইন্দিরন্দ কুলীশ্বরী দেবীর মন্দিরে।
ফিরিলেন ইন্দুমতী;—ফিরিলা যেমতি
চন্দ্রভাগা, সিন্ধু ছাড়ি বিতস্তার বেগে,—
শোকাকুলা, বারিধারা বহিল নয়নে।
ছাড়িয়া দেবীর পুরী চলিলেন বলী
রঙ্গভূমে, রণরঙ্গে মহামত্ত যথা
বীরকুল, শত শত অস্ত্রসাজে সাজি!
বসিয়া ত্রিদশাধিপ, বসে বামপাশে
মহারাজ্ঞী, দুর্গদ্বারে শিবদুর্গা রূপে!
শত শত পাত্রমিত্র বসিয়া দুধারে।
অষ্টাঙ্গ লুটায়ে বীর প্রণমিলা আসি
জনকজননীপদে; গায়িল অমনি

১১। চন্দ্রভাগা নদী, সিন্ধুনদের সঙ্গে মিলিত হইয়া যেন বিতস্তার বেগে ফিরিয়া গেল।

গায়কী মঙ্গল গীত, দিলা হুলুধ্বনি
পুরবালা, শুভঃ শুভঃ ধ্বনিলা সকলে!
উঠিয়া বসিলা শূর শরশয্যাপরে
বিচিত্র, পবিত্র জলে অভিষেক করি,
পড়ি মন্ত্র পুরোহিত পরাইলা গলে
জয় মাল্য, জয় জয় ঘোষিল সকলে!
মহাদরে মহারাজ্ঞী বাঁধিলা মুকুটে
রত্নহার, রত্নময় অলঙ্কার যত—
কনক বলয়, কণ্ঠী পরাইলা দেহে!
কহিলা ত্রিদশেশ্বর;—"আশীষি তোমারে
হে পুত্র, হে শূরশ্রেষ্ঠ, এ পবিত্র কুলে
শুভক্ষণে জন্ম তব; রক্ষ কুল মানে!
কটাক্ষে সংহার রিপু একাকী সমরে,
একাকী ভার্গব যথা নাশিলা সমূলে
পিতৃশত্রু; শত্রুজিৎ হওহে সমরে!"
চলিলেন মহাবলী;—মহেন্দ্র যেমতি
রত্নভূষা! হাস্য মুখে সমর প্রান্তরে।
চলিল অসংখ্য সেনা;—অযুত পদাতি,
চলিল সহস্র রথ, উড়িল পতাকা
অন্তরীক্ষে, বাহিরিল গজ অশ্ব শত;
গর্জ্জিয়া ধানুকি, শূলী, মুদ্গরী ধাইল;
অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহী, রথোপরে রথী

তর্জ্জিল ; বহিল সেনা ঘোর কোলাহলে !
উড়ি ধূলি—ধূমরাশি প্রলয়ে যেমতি !—
ঢাকিল গগন সূর্য্য নিশার আঁধারে !
বাজিল সমরবাদ্য ; দামামা, দুন্দুভি,
রণভেরী, ঢাক, ঢোল, কাঁশরি, বাঁশরি,
রামশিঙ্গা, শত শত কাড়ুর নিনাদে !
কাঁপিল অম্বর ধরা জয় জয় রবে :
উথলিল রাজপথে—নদীপথে যথা
সিন্ধুস্রোত—সৈন্যস্রোত মহা কলকলে।
বরষিলা পুষ্পাসার বীরেন্দ্রশিরসে
নাগরিক ; মদমত্ত শিখী যথা ছিঁড়ে
কলাপ, বীরেন্দ্রকুল ছিঁড়িলা তেমতি
মণি মুক্তা অলঙ্কার, ছিটাইলা দূরে।
প্রমোদ উদ্যান মাঝে রত্নময় গেহে,
হেলেনা প্যারিস দোঁহে কাঁদেন নীরবে !
রতনে খচিত গৃহ ; বিচিত্র শোভিছে
শত শত চিত্রলেখা চারু কক্ষতলে !
সুন্দর কুসুমশয্যা, দোলে চারিভিতে
পুষ্পহার, পুষ্পগুচ্ছ শোভিত সম্মুখে ;
শুভ্র মলয়জ মাখি ফেরে মন্দগতি ;
গুঞ্জরে ভ্রমরী, পিক কুহরে পঞ্চমে ;

২০। শুভ্র মলয়জ—শ্বেতচন্দন।

মন্মথ বসিয়া পাছে বিষণ্ণবদনে,
ব্যর্থ শর ! ফুলধনু ধরি বামকরে ।
বিষাদে কাঁদেন রতি লুটায়ে ভূতলে !
দূর ঘনগরজনে চমকে যেমতি
চক্রবাক, চন্দ্রমার বিরহ স্মরিয়া ;
চমকিলা রাজপুত্র রথের ঘর্ঘরে ।
কহিলা, " সাজিলা ঐ মহাকোলাহলে,
ত্রিদশের বীরবৃন্দ সিন্ধুস্রোতে সম !
যাই আমি ; হায় প্রিয়ে, সহেনা মরমে
এ দুঃখ ! এ মুখ রাখি ঢাকিয়া শরমে !
বন ছাড়ি বনরাজ পারে কিগো লাজে
লুকাইতে গুল্মতলে দূর বনান্তরে ?
ত্রিদশের সভামাঝে পরম আদরে
বসিতাম, বসিতেন ইন্দ্রপ্রস্থে যথা
কনিষ্ঠ পাণ্ডব, শত রত্নসাজে সাজি ;
নরদেব বলি লোকে পূজিত চরণে !
কভু পাশি রঙ্গভূমে, দিতেম হরষে
অস্ত্রশিক্ষা অস্ত্রিদলে ; শরজালে কভু
ঢাকিতাম অন্তরীক্ষ, ভানুর কিরণে
শত শত ভাক্ত সূর্য্য শোভিত গগনে !
মাসাধিক নাহি যাই রাজন্যসমাজে ;

১১ । বনরাজ—সিংহ

অবরুদ্ধ অন্তঃপুরে নরনারীরূপে !
হা কি দুঃখ ! রুদ্ধ যথা পার্থ মহারথী
তেজোহীন, নপুংসক, মৎস্য রাজপুরে !
ইলিয়ম বীরবৃন্দ রণরঙ্গে মাতি,
পশে যবে রণক্ষেত্রে, ইচ্ছা হয় প্রিয়ে,
ধাই তা সবার আগে ; কমলকাননে
ছাড়িয়া কুঞ্জরকেলি করভ কি রহে
দূরবনে ? বীরপুত্র আমরা ভূতলে !
কভু ইচ্ছি, সিংহসম খণ্ড খণ্ড করি
বিদারি নখরে রিপু ; অগ্নিবেশ ধরি
দগ্ধি অরি ; মনাগুন নিবাই সত্বরে !
" হতবল তুরঙ্গম সহসা যেমতি
বাঁধিলে মুখস মুখে, তেমতি রে আমি
বলবীর্য্যহীন প্রিয়ে, লোকলজ্জাভয়ে !
দুরন্ত সমরানলে দগ্ধ অহর্নিশি
ইলিয়ম, কাঁদে দুঃখে ত্রিদশের পতি ;
ইলিয়ম জনশূন্য ! সহিতে না পারি
এ দুঃখ ; অনন্ত দুঃখ জ্বলে এ হৃদয়ে,
ভীরু কাপুরুষ বলি ভর্ৎসে যবে লোকে !
মধুলোভে মধুক্রমে নখাঘাত করি,
নির্লজ্জ ভল্লুক যথা লুকায় বিবরে,
পথিকে প্রহারে মক্ষি ; হা ধিক্ ! তেমতি

লুক্কায়িত অন্তঃপুরে পুরনারী সহ।
ছিন্ন ভিন্ন ইলিয়ম হেলেনার রণে।
করেছি প্রতিজ্ঞা আমি পশিব সমরে,
মরিব, মারিব কিম্বা আজিকার রণে
শত্রুদলে"। এত কহি পরিলেন বলী
অস্ত্রসাজ, অস্ত্রসহ চলিলা সমরে।

— — ০ঃ০ — — —

সপ্তম সর্গ।

বসিয়া ত্রিদিবধামে ত্রিদশ ঈশ্বরী
মণিময়মুকুটকরী, কণক আসনে
নীরবে ; নাহি সে বেশ, নাহি মুণ্ডমালা,
শূল, অসি, মহাদেবী পুষ্পসাজে সাজি।
অকস্মাৎ শত শত মাতঙ্গের রবে
কাঁপিল গগন, ঘন টলে সুরপুরী ;
কম্পিত কণকাসন, চকিতা আপনি
মহাদেবী, চারুনেত্র সহসা মুদিল।
সহসা আইলা তথা কৃতান্তকিঙ্কর
ক্রুর দৃষ্টি, ধক্ ধক্ জ্বলে করতলে
যমদণ্ড ; অস্থিখণ্ড বালকে ললাটে :
সম্বরিয়া মহাকক্ষ কৃষ্ণকক্ষতলে
ভূতলে নমিলা চর, কহিতে লাগিলা ;—
" সুরেশ্বরি, হত আজি দুরন্ত সমরে
হিরণ্যাক মহাবলী বীরকুলরবি
প্রায়াম বংশের চূড়া ; না পারি আমরা
পরশিতে দেহ তার পুণ্যজ্যোতি মাখা।
কৃতান্তের অধিকার নাহি তার দেহে,

যে মরে সমরে, সম্মুখ সংগ্রামে মাতঃ!
লহ ত্বরা করি, দিব্য রথে দিব্য ধামে
হিরণ্যক বীরে ; দেবি দিলাম বারতা।"
কাঁদিলা ত্রিদশেশ্বরী ; হত আজি রণে
মহাভক্ত মহাবীর হিরণ্যক বলী
মর্ত্ত্যবীরঅংশুমালী ! সুধাইলা চরে ;—
"কহ চর, কি দেখিলি ? কেমনে পড়িল
হিরণ্যক ? কোন্ বলী সংহারিলা রণে
এ সিংহে ? কেমনে কহ কোন্ প্রভঞ্জনে
সহসা ভাঙ্গিল হেন গিরিবরচূড়া ?
নাহি হিরণ্যক নাহি ত্রিদশ ভরসা !"
উত্তরিলা যমদূত : —"কি কহিব দেবী
সে বারতা ? রহি মোরা কৃতান্ত আদেশে
মাসাধিক রণক্ষেত্রে ! হেমন্তে যেমতি
শস্য ক্ষেত্রে ঝরে শস্য, কত যে মরিল
অগণিত বীর চূড়া দুরন্ত সমরে
দুই পক্ষে ; একপক্ষ থাকে যদি দেবি
এ যুদ্ধ, যমের পুরী পূরিবে মানবে !
মিলিল উভয় সেনা রণমদে মাতি
সংগ্রামে, প্রহারে যথা সাগরসলিলে
প্রবল বৈশাখঝড় ; কাঁপিতে লাগিল
মেদনী ; উঠিল ঘোর ঘনঘটারোলে

টঙ্কার, শ্রবণে ম্যাতঃ, বাজিল বিষম
অসির ঝঞ্ঝনা রব, উঠিল গগনে
শস্ত্ররাশি—অগ্নিশিখা দাবানলে যথা—
মহাবেগে, চীৎকারিল গভীর আরাবে
গজ বাজি, রণবাদ্য বাজিল গভীরে।
অযুত কেশরী যথা গরজে হুঙ্কারে
গিরি শিরে, উঠে শব্দ রথের ঘর্ঘরে!
বিশাল প্রান্তরে যথা কৃষক প্রহারে
মৃৎপিণ্ডে, শত্রু মুণ্ড ভাঙ্গিতে লাগিলা
প্রচণ্ড মুষলাঘাতে মুদ্গরী; উঠিল,
উহুঃ উহুঃ ঘোর রোল। ধূলিরাশি উড়ি
ঢাকিল গগন সূর্য্য নিবিড় আঁধারে:
"দূর মেঘান্তরে বসি দেখিয়াছি মোরা
ভয়ে ভীত, রণ ঘটা; দেখিয়াছি দেবি
প্রলয়ে অমরদ্রোহ দনুজ সংহতি.
এ হেন সমররঙ্গ না দেখি জীবনে!
আপনি কৃতান্ত আসি পশিলা ঈশ্বরি,
চিত্র গুপ্তে সঙ্গে করি এ মহা উৎসবে;
কত যে মরিল সেনা নাহি তার লেখা!
"বিপুল বিক্রমে যুঝি কতক্ষণ পরে
ত্রিদশের বীরবৃন্দ ভঙ্গ দিলা রণে।
ধাইল পশ্চাতে রিপু; ধায় যথা দেবি,

প্রভঞ্জন মহাবেগে জলদের পাছে
নিদাঘে ! সহসা দেবি দেখিনু চাহিয়া—
দীপ্ত মহাদ্যুতি রূপে পশিলা আসিয়া
শত্রু দলে হিরণ্যাক, ঘোর হুহুঙ্কারে
সহস্র কুলিশ নাদে ! দেখিনু যে লীলা,
এখনো স্মরিতে দেবি শরীর শিহরে !
প্রচণ্ড বারবানল প্রহারে যেমতি
তরঙ্গে, বিপক্ষ দলে বিষম প্রহারে
খেদায়িলা মহাবলী ; যোদ্ধা শত শত
পড়িল সমর ক্ষেত্রে, উঠিল বিকট
ত্রাহি ত্রাহি মহারব হেলেনার দলে :
ভাগিল সকল শূর ; অক্ষিলিস বলী
যুঝিলা বীরেন্দ্র সহ বিপুল বিক্রমে ;
মহাবলী হিরণ্যক, দেব বলে বলী
অক্ষিলিস, সমকক্ষ উভয়ে সমরে।
উড়িল কলম্ব কুল, শস্ত্ররাশি ছোটে
দীপ্ত দাবানল শিখা ! ছাড়ি অস্ত্র রাশি.
মল্ল যুদ্ধে মত্ত দোঁহে ; শুনেছি পুরাণে
গজ কচ্ছপের যুদ্ধ, কিন্তু না সম্ভবে
এ হেন উৎকট রণ দ্বিতীয় ভূতলে !
"দিবস হইল গত বিষম সংগ্রামে ;
আইলেন নিশিসতী সুধাংশু সংহতি

দেখিতে সে নরলীলা, সহস্র নয়নে !
অবিরাম মহাদ্রোহ ! দোঁহে সমতুল
বীরসিংহ ; সিংহ যথা ফেলে ভূমিতলে
মত্ত করীবরে, তথা হিরণ্যক বলী
অক্কিলিস বক্ষপরে বসিলা বিক্রমে !
উঠিল আনন্দ ধ্বনি ত্রিদশের দলে !
কিন্তু দেবি, দেবযুদ্ধে অক্ষম সতত
অসুর, কি সাধ্য তাহে যুঝিবে মানবে ?
হতবল অক্কিলিসে নিরখি সমরে,
চির অনুকূল দেব হেলেনায়, দেবি,
নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত নামিলা সমরে।
বাজিল বিষম যুদ্ধ অমর মানবে
ভীষণ, সমরক্ষেত্র কাঁপিল হুঙ্কারে !
অকস্মাৎ লুকাইল পশ্চিম গগণে
সুধাকর, গ্রহতারা ছোটে চারি ভিতে ,
পূরিল অম্বর ঘন অকালজলদে !
জলদাগ্নিরূপে রামা খর অসি করে
যুঝিতে লাগিলা রঙ্গে হিরণ্যক সহ
অলক্ষিতে ! হতবল হিরণ্যক যবে,
উঠিলেন অক্কিলিস ঘোর হুহুঙ্কারে,
অগ্নিগিরিঅগ্নিরাশি উঠে যথা দেবি,
মহাবেগে মহাশব্দে নীলাম্বু ভেদিয়া !

হিরণ্যকবক্ষমাঝে প্রহারিলা বলী
দীপ্ত শূল ; রক্তধারা বহিল সজোরে
কলকলে, পড়ে বেগে বারিধারা যথা
তিমিঙ্গিল নাসা রন্ধ্রে ! পড়িলেন বলী
মহাশব্দে, ইলিয়ম স্তব্ধ সে আরাবে !”
কাঁদিলেন মহাদেবী ; কাঁদিলা যেমতি
গিরিবালা মহাদুঃখে নৈকষেয়শোকে
কৈলাসে ; কহিলা ;— “ দূত যাহ ত্বরা করি
স্বস্থানে।” চলিল দূত নমিয়া দেবীরে।
শোকাকুলা মহাদেবী আবার মুদিল।
নয়ন, আক্ষেপি শেষে কহিতে লাগিলা ;—
“ত্রিদশের এ দুর্দ্দশা বিধির বিধানে
অসহ্য ! শোভে কি পুনঃ অমর ছলনা
এ সময়ে ? হালো ইলা, শত ধিক্ তোরে
কলঙ্কিনী, পুত্র পক্ষে যুঝিলি কি লাজে
কুট যুদ্ধে ? নহে ব্যর্থ দেব বাক্য যদি,
পুত্রশোকানলে তুই পুড়িবি এ রণে।”
উঠ গো কল্পনা সখি, কবিসহচরী
বিনোদভাষিণী রমে, কল্পতরু তুমি
কবির মানসবনে, তোমার প্রসাদে
মরু ভূমে কত শত মুক্তাফল ফলে !
প্রিয়ম্বদে, কহ শুনি, কেমনে সাজিলা

ত্রিদশের বীরাঙ্গনা দুর্দ্ধর্ষ সমরে
পরাক্রমে! অবলার রণরঙ্গকথা,—
বঙ্গের স্বপন সম!—কহ বরাঙ্গিনি!
স্বামীর নিধন শুনি ইন্দুমুখী ধনী
রণরঙ্গবিলাসিনী, সঙ্গিনী সংহতি
মাতিলা সমররঙ্গে; সাজিলা ললনা
শত শত বীর্য্যবতী বীরেন্দ্রের সাজে;—
করপুটে খর অসি, শেল, শূল, ঝাটা,
ভিন্দিপালে সাজে কেহ; বর্ম্মআবরণে
ঢাকিলা কোমল অঙ্গ যত বরাঙ্গিনী;—
বিবরভিতরে যথা কালভুজঙ্গিনী
অগ্নিমূর্ত্তি: হুঙ্কারিলা যত বীরাঙ্গনা,
কাঁপিল ত্রিদশ ধাম, বিদ্যুতের ছটা
খেলিতে লাগিল ফুল্ল ইন্দীবরদেহে।
সম্বোধি সঙ্গিনীদলে কহিতে লাগিলা
ইন্দুমুখী, ইন্দুমুখে অনল বরষি;—
" হে ত্রিদশকুলাঙ্গনা, চললো সমরে;
বীরপত্নী, বীরমাতা, বীরকুলাত্মজা
তোমরা, অমরবৃন্দ ভীত যার বলে।
চল সবে চল, আজি বীররসে ভাসি
সমর সাগর মথি, উঠাই হরষে
খ্যাতিরত্ন, ক্ষিতি যারে পরিবে মস্তকে।

কে বলে ক্ষীণাঙ্গী রামা অক্ষম সংগ্রামে ?
হা ধিক্ ! দংশে না কিলো তুণ্ডিকে ফণিনী
হরিলে কুন্তলমণি ? হারায়েছি মোরা
সমরে নয়নমণি। রাখিলা কি বিধি
অবলার যত বল সকলি হৃদয়ে ?
পুণ্যভূমি, ইলিয়ম, পুণ্যপ্রসূকূলে
জনমি নারিব কিলো রক্ষিতে আমরা
অক্ষয় কুলের মান ? দেবের আক্রোশে
ত্রিদশের এ দুর্দ্দশা ; পড়িলা সমরে
একে একে বীরবৃন্দ হায়রে অকালে।
ধর্ম্মবলে বলী মোরা ; দেখিব অমর
কেমনে যুঝেন আসি মো সবার সনে
মজিয়া অধর্ম্ম পথে ? ত্রিদশের রবি,
শত্রুর সাক্ষাৎ মৃত্যু হিরণ্যক বলী
বীরকুল বিভাবসু, পড়িলা সমরে !
বীরসিংহ সম হায় কে আর নাশিবে
সম্মুখ সংগ্রামে রিপু, কে আর রাখিবে
আমা সবাকার মান ? চললো সকলে,
কেমনে শায়িত শূর শরশয্যাপরে
ভাগিরথীসুতরূপে, দেখিব, কেমনে
কোন্‌দেব কোন্‌বলে বধিলা সমরে
বীরবরে ! হা বিধাতঃ, একি তব লীলা,

অস্তগেলা দিনমণি মধ্যাহ্ন গগনে !
চল বীরাঙ্গনাদল, পশিব এখনি
শত্রুদলে ; নখাঘাতে ছিঁড়িব হরষে
শত্রুমুণ্ড ; হা কি দুঃখ লণ্ডভণ্ড এবে
ইলিয়ম শত্রুহস্তে ! কত বলে বলী
দেখি সে হেলেনা আজি ! নাশি রিপুদলে,
হৃদয়ের দুঃখসহ বিসর্জ্জি সমূলে
হেলেনা শিবির ঐ সাগরের জলে ।”
  আঁধার যামিনীযোগে, সমরপ্রাঙ্গনে
চলিল [illegible] বিদ্যুল্লতা যেন
শত শত প্রবাহিত প্রদোষগগনে ।
প্রকাণ্ড মশাল ধরি শত বরাঙ্গিনী
ধায় আগে, উজ্জলিল উল্কারাশি যথা
দিগঙ্গনাদলকরে ! ঘুরায় কেহবা
আস্ফালি ত্রিশূল অসি ; রোপিয়াছে কেহ
চক্রাকারে শরজাল কবরী মাঝারে
দীপ্তিমান্ ; বেণীমূলে বাঁধিয়া কেহবা
ভীমধনু, ভীমা রামা মত্ত বীররসে !
  কতক্ষণে উপনীত হেলেনাশিবিরে
বামাকুল ; দুর্গদ্বারে বসেছে ঘেরিয়া
হেলেনার শতশূর—গৃধ্রদল যথা
মৃগবরে—রণহত হিরণ্যক শূরে !

দূরে গেলা যোধ শত, ইন্দুমুখী সতী
পূর্ণেন্দুবদনা ধনী, কহিতে লাগিলা ;—
"উঠ উঠ প্রাণেশ্বর, একি তব লীলা
অকালে ! রতনজালে শোভিত যে বপু,
ধূলায় লুণ্ঠিত এবে ! শোভে কি তোমারে
এ শয্যা ? রাজেন্দ্র তুমি, রাজাসনে রাখি
সেবিব ও পদযুগ, ছিলরে অন্তরে
বড় সাধ ! ফলিল কি হায়রে অকালে
আশাবৃক্ষে এই ফল ? বীরচূড়ামণি,
উঠত্বরা ; হা কি দুঃখ যে ভুজবিক্রমে
কম্পিত অমর নর, সে ভুজ কি আজি
শক্তিশূন্য ? ক্ষতবক্ষ অস্ত্র প্রহরণে !
বীরকুল বিভাবসু, সাজে কি তোমারে
শরশয্যা হা কি লজ্জা, এ ক্ষুদ্র সমরে ?
উঠ শূর, উঠ ত্বরা ; কর আজ্ঞা আজি
নখরে বিদারি রিপু ; অবলা বিক্রমে
ত্রিদশের এ কলঙ্ক ঘুচাই জগতে !"
হুঙ্কারিলা বামাদল ; কাঁপিতে লাগিত
অস্ত্র শস্ত্র অন্তরীক্ষে ; চকিত সঘনে
হেলেনার বীরবৃন্দ ; অজয়াখ্য বলী
সসম্ভ্রমে সম্বোধিয়া বীরাঙ্গনাকুলে
কহিলা ;—কি হেতু আজি ত্রিদশকুলজা

এ বেশে ? কমলকুল অকালে যেমতি
স্খলিত সরসাসন ! ধন্য ধরাতলে
ইলিয়ম বীরপ্রসূ, পুত্র যার বলী
একাকী নাশিলা রণে সপ্ত শত রথী
হেলেনার, সপ্ত দিবা সম্মুখ সংগ্রামে :
নাহি দিলা রণে ভঙ্গ, ক্ষত অঙ্গ যবে
শত শত প্রহরণে ; সংহত সমরে
অপরূপ শরশয্যা রচি বাম করে,
দক্ষিণে নিবারি রিপু ; সে ত্রিদশকুলে
জন্মে যে ললনা সেহ বীরাঙ্গনা ভবে ;
নাহি কি সুগন্ধ সুধা রসালমুকুলে !
আদেশিলা এ দাসেরে হেলেনার পতি,
সুধাইতে, কি লাগিয়া সাজিলা সমরে
ত্রিদশের বীরাঙ্গনা এহেন বিক্রমে
নিশিতে ? এ তত্ত্ব শূর চাহেন সত্বরে।"
উত্তরিলা মহাতেজ গভীর আরাবে
বীরভদ্রা বীর্য্যবতী প্রায়ামনন্দিনী—
দীপ্ত কাদম্বিনী যথা—আগুসারি বলে
সঙ্গিনীদলসম্মুখে ; "সত্য যদি রথি
কমলাবতীর পতিপ্রতিনিধি তুমি,

২০। কমলারতীর পতিপ্রতিনিধি—কমলাবতীর পতি অগ্রদেব, তাঁহার প্রেরিত। অগ্রদেবেরপত্নীর নাম কমলাবতী। (Clytemnestra)

কহি শোন, সাজিয়াছে ত্রিদশঅঙ্গনা
সমরে ; অমরক্রোধে হয়েছে অকালে
ত্রিদশের এ দুর্দ্দশা ; পড়িলা সমরে
অগণিত বীর চূড়া—গিরি চূড়া যথা
প্রলয়ে ! যুঝিব মোরা আপনি সমরে ;
দেখিব অমর নরে আছে কি শকতি ;
শকতিরূপিনী রামা বিদিত ভূতলে !
বীরবর, বড় দুঃখ ত্রিদশ লাঞ্ছিত
এ ক্ষুদ্র সমরে, পুনঃ হেলেনার রণে !
ধিক সে হেলেনাধিপে, ধিক বীর কুলে
হেলেনার ! অবহেলি বীরধর্ম্মে রত
অধর্ম্মে ; অখ্যাতি হেন রাখিলা ত্রিলোকে
সম্মুখ সংগ্রামে যবে পতিত অরাতি
পূজ্য সেই, দেবদল পূজেন শিরসি
তাঁর পদ ; ত্রিদশের দুরদৃষ্টহেতু
পড়িলা অকালে রণে বীর চূড়ামণি
হিরণ্যক ; দেহ তাঁর রাখিলা হেলেনা
না দিলা সংকারহেতু ; ধিক হেলেনারে :
করীন্দ্রে নিহত যবে মৃগেন্দ্র বিজয়ী
না পরশে অঙ্গ তার, বীরধর্ম্মেমতি ;
হেন কুবিক্রম শোভে মূষিক মার্জ্জারে !”
উত্তরিলা অজয়াখ্য ; —হে বীর কুলজে,

নহে হেলেনার পতি বিমুখ পালনে
বীরধর্ম্ম ; ধর্ম্মশিক্ষা অস্ত্রশিক্ষাসহ
লভিয়াছি হেলেনার পুণ্যক্ষেত্রে মোরা !
ধর্ম্মবীর অগ্রদেব—রণবীর যথা
অদ্বিতীয়—আদেশিলা রাখিতে শিবিরে
হিরণ্যকমৃতদেহ, পরীক্ষিতে বলী
কৌশলে, আছে কি বল ত্রিদশ ভবনে
গত হিরণ্যক যবে, বীর চূড়ামণি।
কহিলেন রাজ রথী, 'কহ এই কথা
ত্রিদশকুলসম্ভবা বীরাঙ্গনাকুলে,
না ধরি আয়ুধ মোরা অবলাসংগ্রামে
কোন কালে ;' আদেশিলা রাজরথী পুনঃ,
'সুবর্ণপালঙ্কোপরে লহ ত্বরা করি
হিরণ্যকে, শত বীর যাহ তাঁর সনে
ত্রিদশে।' বিবশ রথী হিরণ্যকশোকে !"
উত্তরিলা বীরভদ্রা, "হে বীরপুঙ্গব,
এহেন মহত্ত্ব শোভে বীরেন্দ্র সুজনে ;
কিন্তু দুঃখ, ভাবিলা কি হেলেনার পতি
ত্রিদশে সামর্থ্যশূন্য এ ক্ষুদ্র সমরে
সপ্তাহে। অম্বর শূর, তারাদলচ্যুত
সামান্য বাত্যায় কবে ? ত্রিদশকুলজা
আমরা, ত্রিদশকুলে পূজিছে সতত

[illegible]
সময়ে বিপক্ষ রূপে, রহিছে বিমুখ
জগন্মান্য দেবঅঙ্গে অস্ত্রপ্রহরণে।
নহি পরাধীনা মোরা, কেবল অবলা
জনমি অবলাকুলে। যে রম্য সরসে
স্বাধীনতাশতদল মকরন্দ ভরা
বিকাশে, হরষে মোরা করি তাহে কেলি
স্বাধীনা সারসীরূপে; পর অনুগ্রহ
নাহি ইচ্ছি! কহ শূর হেলেনারঈশ্বরে,
এখনি যুঝুক আসি সম্মুখ সংগ্রামে
হেলেনার বীরকুল; দলিব সকলে
বাহুবলে; অগ্রদেব সাজেন যদ্যপি
তা সবার অগ্রভাগে যুঝিব হরষে।”
পরিলা অসিতবেশ শত বীরচূড়া,
বাজিল দুন্দুভি, ভেরী থাকিয়া থাকিয়া
সুগভীর শোকস্বরে, উড়িল আকাশে
অসিত পতাকা শত, রত্নময় রথে
উঠাইয়া হিরণ্যাকে চলে বীরদল
বীরাঙ্গনাদল সহ ত্রিদশভবনে।
কাঁদিলা ত্রিদশবালা, কাঁদিতে লাগিলা
ত্রিদশপক্ষ হাহাকারে,—কাঁদিলা প্রকৃতি
[illegible] প্রতিধ্বনিচ্ছলে; বাহিরিলা ধীরে

মহাবীর হিরণ্যকে ইন্দুমুখী সতী ।
হরষে অমরপুরে করিলেন গতি ॥
তাই বৈজয়ন্তধামে আনন্দের ধূম ।
দ্বিতীয় অমরবালা চন্দন কুসুমে ॥
বসিয়া কুসুমাগারে ত্রিদশঈশ্বরী ।
চৌদিকে আলোক খেলে কি সুন্দর মরি ॥
রেখেছেন মহাদেবী দিব্য অলঙ্কার ।
স্বহস্তে রচিয়া দিব্য পারিজাত হার ॥
ইন্দুমুখীসহ যবে আসিবে কুমার ।
পরাবেন সুরেশ্বরী শ্রীঅঙ্গে দোঁহার ॥
দীপ্তিমান দিব্যরথে আইলা দম্পতী ।
পুলকে পূরিত যত অমরসন্ততি ॥
নমিলেন ইন্দুমুখী পূর্ণেন্দুবদনা ।
স্বামীসহ দেবীপদে করিয়া বন্দনা ।
কহিলা হে সুরেশ্বরি প্রসাদে তোমার ।
সশরীরে দিব্যধামে আইনু এবার ॥
চিরদিন তবপদে অনুগত দাসী ।
[illegible] যেন চিরদিন পদঅভিলাষী ॥
[illegible] হাসিল [illegible] ।
বলিলা [illegible] ॥
করযোড়ে হিরণ্যক কহিতে লাগিলা ।
মহাদেবি কে বুঝিবে তোমার এ লীলা ॥

প্রণত ত্রিদশ সদা ও রাঙ্গাচরণে।
কি হেতু সংহার তারে এ দুরন্ত রণে॥
বীরকুলে জন্মি মাতঃ না ডরি অমরে।
কি হেতু নিহত কহ মানবসমরে॥
এ হেন দেবের দ্বেষ কি হেতু ত্রিদশে।
জান ভূত ভবিষ্যৎ কহ সবিশেষে॥
এ যুদ্ধের পরিণামে ফলিবে কি ফল।
ত্রিদশের দুঃখ স্মরি হৃদয় বিকল॥
ভুঞ্জি স্বর্গসুখ কিন্তু সকলি অসার।
জন্মভূমি তরে প্রাণ কাঁদে অনিবার॥
উত্তরিলা মহাদেবী সত্যরে বাখানি।
ত্রি[illegible] [illegible]কথা অদ্ভুত কাহিনী॥
অদৃষ্টের ব্যাখ্যা অগ্রে সঙ্গত নয়।
দেবের অসাধ্য ইহা জানিও নিশ্চয়॥
হেলেনা ত্রিদশে রণ [illegible]রের খেলা।
বুঝিবে সত্বরে বাছা বাড়িয়াছে বেলা।
স্বস্থানে এখন তুমি কররে গমন॥
আদেশিলা মহাদেবী অমনি তখন।
লয়ে যাহ হিরণ্যকে বীরকুঞ্জবনে।
সহস্র অপ্সরা যাহ পূজহ চরণে॥
চলিলা সহস্র দাসী দম্পতীর সাথে।
কেহবা চামর কেহ পুষ্পহার হাতে॥

কেহ বহে গন্ধরস পল্লব চন্দন।
অপরূপ বীরসাজে সাজে শতজন॥
চলিলা সহস্র রামা বিদ্যুতের গতি।
দেখিয়া বীরেন্দ্র অতি হরষিত মতি॥
চলিল রথেন্দ্রবর্গ অমরনগরে।
হাসিতে লাগিল সুখে দেখিয়া অমরে॥
উত্তরিল দিব্যরথ মন্দাকিনী কূলে।
সুশোভিত সৌরভে পারিজাত ফুলে॥
সম্মুখে দেখিলা পুরী অতি মনোহর।
অতুলনা স্বর্ণশৃঙ্গে শোভিত [illegible]দর॥
ভবিতব্য গেহ তাহে ঘোর অন্ধকার।
অন্তরে অদৃষ্ট চক্র ঘোরে অনিবার॥
সম্মুখে প্রকাণ্ড দ্বার পাষাণরচন।
নাহি কার সাধ্য তাহা করিতে মোচন॥
আচম্বিতে দেখিলেন [illegible] বীর।
অবসন্ন মন প্রাণ কম্পিত শরীর॥
এই কথা লেখা তাহে উজ্জ্বল অক্ষরে।

ইলিয়ম ভস্মশেষ হবে এ সমরে

প্রথমখণ্ড সম্পূর্ণ

———০%০———